Contents

সোনামণি প্রতিভা

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যখন তোমাদের কেউ আহার করবে তখন সে যেন ‘বিসমিল্লাহ’ বলে। খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে সে যেন বলে, বিসমিল্লা-হি আউওয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহূ’ (আল্লাহ্র নামে এর শুরু ও শেষ) *(আবুদাঊদ হা/৩৭৬৭)*।

৩৯তম সংখ্যা
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী
২০২০

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

Contents

৩৯তম সংখ্যা
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী
২০২০

بسم الله الرحمن الرحيم

দ্বি-মাসিক

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

♦ **উপদেষ্টা সম্পাদক**
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম
♦ **সম্পাদক**
মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
♦ **নির্বাহী সম্পাদক**
রবীউল ইসলাম
♦ **প্রচ্ছদ ও ডিজাইন**
মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক

সার্বিক যোগাযোগ
সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

মূল্য : ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- কুরআনের আলো ০৪
- হাদীছের আলো ০৫
- প্রবন্ধ
  - আদর্শ সন্তান গঠনে মায়েদের ভূমিকা ০৬
  - রাসূল (ছাঃ)-এর নিষেধাবলী ০৯
  - জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ ১৩
  - আদর্শ পরিবার গড়ি এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করি ১৬
- হাদীছের গল্প ২০
- সোনামণি সংলাপ ২১
- এসো দো'আ শিখি ২৫
- গল্পে জাগে প্রতিভা ২৭
- কবিতাগুচ্ছ ২৮
- বহুমুখী জ্ঞানের আসর ২৯
- রহস্যময় পৃথিবী ২৯
- দেশ পরিচিতি ৩২
- যেলা পরিচিতি ৩২
- সংগঠন পরিক্রমা ৩৩
- প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৭
- ভাষা শিক্ষা ৩৯
- কুইজ ৩৯

সম্পাদকীয়

বড়দের সম্মান করো

মানবিক গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম একটি মহৎ গুণ হল বড়দের সম্মান করা। নিয়ম-শৃঙ্খলা মানা, পারস্পরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধা-সম্মানের মাধ্যমে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সুখ-শান্তি নেমে আসে। বড় ও প্রধানদের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা ইসলামী আদর্শ। এর মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে আদর-স্নেহ, ভালবাসা ও সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় থাকে।

ইসলাম বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করতে জোরালো তাকীদ দিয়েছে। মানব জাতির একমাত্র অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনে আমরা তার বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পাই। আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, 'একজন বয়স্ক লোক রাসূল (ছাঃ)–এর সাথে দেখা করতে আসলেন। লোকেরা তার জন্য পথ ছাড়তে বিলম্ব করল। তা দেখে রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না ও বড়দের সম্মান করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(তিরমিযী হা/১৯১৯)*।

পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, শিক্ষক-মুরব্বী ও বয়সে বড়রা আমাদের নিকট সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। ইসলাম বনু আদমকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। আল্লাহ বলেন, 'আমরা আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি এবং তাদেরকে স্থলে ও সাগরে চলাচলের বাহন দিয়েছি। আর আমরা তাদেরকে পবিত্র রূযী দান করেছি এবং যাদেরকে আমরা সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর আমরা তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৭০)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের বৃদ্ধ পিতা-মাতা, দাদা-দাদী ও নানা-নানী সমপর্যায়ের বয়স্ক ও সাদা চুল ওয়ালা লোকদের বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেছেন। আমর বিন শু'আইব তার পিতা ও দাদা থেকে বর্ণনা করেন, 'রাসূল (ছাঃ) সাদা চুল উঠাতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, এটা মুমিনের নূর। তিনি আরো বলেন, ইসলামে যদি কেউ সাদা চুল বিশিষ্ট হয়, আল্লাহ তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন, একটি পাপ মোচন করে দেন এবং একটি নেকী লিখে দেন' *(আহমাদ হা/৬৯৩৭; আবূদাঊদ হা/৪২০২)*।

বৃদ্ধ, দুর্বল ও বয়স্ক লোক পৃথিবীতে আছে বলেই আমরা কল্যাণ ও বরকতের মধ্যে আছি। তাদের সাথে যোগাযোগ রেখে, তাদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করলে আমরা

আরো কল্যাণ লাভ করতে পারব। এতে আমাদের রিযিকে বরকত হবে এবং আমরা আল্লাহ্র সাহায্য প্রাপ্ত হব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, প্রবীণদের সাথেই তোমাদের কল্যাণ ও বরকত রয়েছে' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫৫৯)*। তিনি আরো বলেন, তোমরা আমাকে দুর্বলদের মধ্যে অনুসন্ধান কর। কেননা তোমাদের মধ্যে যারা দুর্বল তাদের অসীলায় তোমরা রিযিকপ্রাপ্ত ও সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাক' *(নাসাঈ হা/৩১৭৯; আবূদাঊদ হা/২৫৯৪)*।

বয়স্ক ও দুর্বল মানুষ ইবাদত করে একনিষ্ঠভাবে ও কায়মনোবাক্যে। দুনিয়াবী সৌন্দর্য্যে তারা কম আকৃষ্ট থাকে। তাদের আন্তরিকতা, মনোযোগ ও আকাঙ্ক্ষা একই দিকে ঝুঁকে থাকে। ফলে আল্লাহ্র নিকট তাদের ইবাদত সহজেই কবুল হয়ে যায়। তাই তারা আমাদের জন্য আন্তরিকভাবে দো'আ করলে আমরা উপকৃত হতে পারব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে তাদের দুর্বল লোকদের দো'আ, ছালাত ও ইখলাছের মাধ্যমে সাহায্যে করে থাকেন' *(নাসাঈ হা/৩১৭৮)*। সেকারণ বড় যেই হোক না কেন, তাকে যথাযথ মর্যাদা দেয়া ও সম্মান করা সকলের কর্তব্য। তাদের খোঁজ খবর নেওয়া, ওযূ ও গোসলে সহযোগিতা করা, পানাহারের ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা নেয়া, উপযুক্ত পোশাক ও মানসম্মত বাসস্থানের ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের সম্মান দেওয়া আমাদেরই দায়িত্ব। তাহলে আমরা তাদের আন্তরিক দো'আ পাব। আর অধিক বয়সী সৎকর্মশীল লোকই আল্লাহ্র নিকট অধিক উত্তম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি কি তোমাদেরকে উত্তম ব্যক্তির সংবাদ দিবনা? ছাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম, যে ব্যক্তি দীর্ঘ আয়ু লাভ করে ও সুন্দর আমল করে' *(আহমাদ হা/৭২১২)*। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট সেই, যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে ও তার আমল খারাপ হয়েছে' *(তিরমিযী হা/২৩৩০)*।

বড়দের সম্মান করা অর্থ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সম্মান করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয় সাদা চুল বিশিষ্ট মুসলমানকে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করার শামিল' *(আবূদাঊদ হা/৮৪৩)*। বড়দের যথাযোগ্য মর্যাদা ও সম্মান না দিয়ে তাদেরকে অবহেলা করা মূলতঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কেই অবহেলা করা। অথচ কল্যাণ, বরকত ও রিযিক আসে তাদেরই অসীলায়। তাদেরকে অবহেলা করে যত টাকা-পয়সাই উপার্জন করা হোক না কেন তা বরকতহীন হয়ে পড়বে।

অতএব সোনামণি! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর বিধান মেনে চল এবং কল্যাণ ও বরকত পাওয়ার জন্য বড়দেরকে যথাযথ সম্মান করো। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

কুরআনের আলো

মদ-জুয়া

١. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

১. 'তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করে। বল, তাতে রয়েছে বড় পাপ ও মানুষের জন্য উপকারিতা। আর তার পাপ তার উপকারিতার চেয়ে অধিক বড়' *(বাক্বারাহ ২/২১৯)*।

٢. يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى

২. 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছালাতের নিকটবর্তী হয়ো না' *(নিসা ৪/৪৩)*।

٣. يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

৩. 'হে মুমিনগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ তো নাপাক শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও' *(মায়েদাহ ৪/৯০)*।

٤. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

৪. শয়তান শুধু মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করতে চায়। আর আল্লাহ্র স্মরণ ও ছালাত থেকে তোমাদের বাধা দিতে। অতএব, তোমরা কি বিরত হবে না? *(মায়েদাহ ৪/৯১)*।

٥. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَ اللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

৫. 'যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তারা যা আহার করেছে তাতে কোন পাপ নেই, যখন তারা তাকওয়া অবলম্বন করল এবং ঈমান আনল আর নেক আমল করল, তারপর তাকওয়া অবলম্বন করল ও ঈমান আনল। এরপরও তারা তাকওয়া অবলম্বন করল এবং সৎকর্ম করল। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন' *(মায়েদাহ ৪/৯২)*।

হাদীছের আলো

মদ-জুয়া

١. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَمَاتَ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا وَهُوَ مُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

১. ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সব নেশাদার দ্রব্য মদ আর সব ধরনের মদ হারাম। যে ব্যক্তি সর্বদা নেশাদার দ্রব্য পান করে তওবা বিহীন অবস্থায় মারা যাবে সে পরকালে সুস্বাদু পানীয় পান করতে পারবে না' *(মুসলিম ২/১৬৭; মিশকাত হা/৩৬৩৮)*।

٢. عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَلَى اللهِ عَهْدًا لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ اللهُ فِيْ طِينَةِ الْخَبَالِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ

২. জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র ওয়াদা রয়েছে-নেশাদার দ্রব্য পানকারীদের আল্লাহ 'ত্বিনাতে খাবাল' পান করাবেন। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! 'ত্বিনাতে খাবাল' কী জিনিস? রাসূল (ছাঃ) বললেন, জাহান্নামীদের শরীর হতে গলে পড়া রক্তপুজ মিশ্রিত অত্যন্ত গরম তরল পদার্থ' *(মুসলিম হা/২০০২)*।

٣. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَلاَ قَمَّارٌ وَلاَمَنَّانٌ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ

৩. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, জুয়া ও লটারীতে অংশগ্রহণকারী, খোঁটাদানকারী এবং সর্বদা মদপানকারী জান্নাতে যাবে না' *(দারেমী, মিশকাত হা/৩৬৫৩)*।

٤. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ

৪. আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নেশাদার দ্রব্য পান করবে আল্লাহ তার ৪০ দিন ছালাত কবুল করবেন না। যদি এ অবস্থায় মারা যায় তাহলে জাহান্নামে যাবে। যদি তওবাহ করে তাহলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৩৭৭)*।

প্রবন্ধ

আদর্শ সন্তান গঠনে মায়েদের ভূমিকা

মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

(৪র্থ কিস্তি)

৯. সন্তানকে দুধ পান করানো : মাতৃদুগ্ধই সন্তানের প্রথম ও প্রধানতম খাদ্য। এতে রয়েছে সন্তান ও মায়ের জন্য অপরিসীম উপকার। আল্লাহ বলেন, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ 'যে সমস্ত জননী সন্তানকে পুরো সময় পর্যন্ত দুগ্ধদানে আগ্রহী, তারা সন্তানদেরকে দু'বছর ধরে দুগ্ধদান করবে' *(বাক্বারাহ ২/২৩৩)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا 'আমরা মানুষকে আদেশ দিয়েছি তাদের পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের জন্য। তার মা তাকে কষ্টের সাথে গর্ভে ধারণ করে ও কষ্টের সাথে প্রসব করেছে। আর তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধ ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস' *(আহক্বাফ ৪৬/১৫)*। স্বীয় সন্তানকে দুধ পানের বিষয়টি মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হাযার হাযার বছর পূর্বের বিধান। যেমন আল্লাহ বলেন, وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ 'আর আমরা মূসার মায়ের নিকট প্রত্যাদেশ করলাম যে, তুমি তাকে দুধ পান করাতে থাক' *(ক্বাছাছ ২৮/৭)*।

মূলত মা কর্তৃক সন্তানকে দুধ পানের বিষয়টি মানব সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকেই চলে আসছে। মায়ের দুধ পানে শিশুর জন্য রয়েছে বহুবিধ উপকারিতা যা নেই গরু-মহিষের দুধ বা কৌটার দুধে। যে তাপমাত্রায় বাচ্চার শরীর সহজেই এই দুধকে গ্রহণ করে কাজে লাগাতে পারে মায়ের বুকের দুধে ঠিক সেই তাপমাত্রা পাওয়া যায়। বাচ্চা যখন মায়ের দুধ খাওয়া শুরু করে তখন প্রথম বারেই তার তৃষ্ণা মিটে যায়। কারণ প্রথম দিকের দুধে পানির পরিমাণ বেশী থাকে, চর্বি জাতীয় পদার্থ কম থাকে। গ্রীষ্মের ভীষণ গরমে শিশুর শরীর থেকে বের হয়ে যাওয়া পানি ও প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের অভাব মায়ের দুধ সহজেই পূরণ করতে পারে।

শিশুর জন্য মায়ের দুধের কোন বিকল্প নেই। শিশুর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ল্যাকটোফেরিন ও লাইসেজাইম মায়ের দুধে বিদ্যমান থাকে। মায়ের দুধে প্রথমেই যে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে তার নাম 'ইম্যুনো গ্লোবিউলিন-এ'। সন্তান প্রসবের পর যে গাঢ় ও হলুদ রঙের দুধ মায়ের কাছ থেকে আসে তাতে বেশীর ভাগই থাকে আমিষ। আর এ আমিষের শতকরা ৯৭ ভাগই 'ইম্যুনো গ্লোবিউলিন-এ'। এটা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট রোগ প্রতিরোধক দ্রব্য।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, মায়ের দুধ যে শুধু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিশুর নিরাপত্তা বিধানেই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে তা নয়। উপরন্তু মায়ের দুধ শিশুদের বুদ্ধিমত্তা ও শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতাও বাড়ায়। *(মাসিক আত-তাহরীক, ৫/৩ ডিসেম্বর ২০০১, পৃ. ২৮-২৯)*।

মায়ের দুধ পানে শিশুর যেমন অনেক উপকার আছে তেমনি মায়েরর আছে বহুবিধ উপকার। যারা বাচ্চাকে বুকের দুধ পান করান তারা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠেন। এছাড়া তারা সহজেই গর্ভধারণের পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসতে পারেন। সন্তানকে দুধ পান করানোর সময় সাধারণতঃ দু'বছর। তবে মা আপন সন্তান দু'বছরেরও বেশী দুধপান করাতে পারেন। মূলত আয়াত সমূহে *(বাক্বারাহ ২/২৩৩, লোকমান ৩১/১৪ ও আহক্বাফ ৪৬/১৫)* দু'বছর দুধ পান করানোর সময় সীমা নির্ধারণের উদ্দেশ্য হল, দু'বছর পর যদি কোন বাচ্চা অন্য কোন মহিলার দুধ পান করে তাহলে ঐ বাচ্চা তার দুধ মা হিসাবে গণ্য হবে না *(মাসিক আত-তাহরীক ৫/৩ ডিসেম্বর, ২০০১ প্রশ্ন ২৮/৯৮)*।

পরম স্নেহভরে মা যখন তার সন্তানকে বুকে টেনে দুধপান করান, তখন সন্তান মায়ের উষ্ণ আদর অনুভব করেন। যে সন্তান দুই থেকে আড়াই বছর মায়ের বুকের দুধ পান সে সন্তান কখনোই মায়ের সাথে অপ্রীতিকর আচরণ করতে পারে না। পক্ষান্তরে প্রগতিশীল নারীরা যখন আধুনিকতার খাতিরে কৃত্রিম উপায়ে বুকের দুধ উঠিয়ে ফীডার ভর্তি করে তাদের সন্তানদেরকে পান করান অথবা বুকের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে কৌটার দুধ বা সাদা বিষ পান করান সে মায়ের প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধা জাগবে কি করে?

১০. 'বিসমিল্লাহ' বলে দুধ পান করানো : মা সন্তানকে যতবার দুধবার করাবেন ততবার 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করবেন এবং শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ বলবেন। কেননা ছোট বাচ্চাতো এটা বলতে পারেনা। নিজেও খাদ্য গ্রহণকালে 'বিসমিল্লাহ' বলবেন এবং শেষে 'আলহামদুল্লিাহ' বলবেন। বাচ্চার দুধ পান করানো বয়সসীমা অতিক্রম করলে বা তাকে দুধ পান করানোর সাথে সাথে অন্য খাবার খাওয়ালেও এ অভ্যাস জারী রাখবেন। বাচ্চা কথা বলা শিখার শুরু থেকেই খাবার শুরুতে তাকে 'বিসমিল্লাহ' ও শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা শিখাবেন। কেননা খাবারের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' ও শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা সুন্নাত। বিসমিল্লাহ বলে শুরু করলে শয়তানের প্রভাব ও শরীক হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لاَ يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ 'শয়তান সে খাদ্য নিজের জন্য হালাল করে নেয়, যে খাদ্যে 'বিসমিল্লাহ' বলা হয় না' *(মুসলিম হা/২০১৭; মিশকাত*

হা/৪১৬০, ৪২৩৭)। জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ 'তোমাদের কেউ নিজ বাড়ীতে প্রবেশকালে ও খাওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' বললে, তখন শয়তান (তার সঙ্গীদেরকে) বলে, তোমাদের জন্য রাত্রি যাপনের স্থানও নেই এবং খাবারও নেই। আর বাড়ীতে প্রবেশকালে 'বিসমিল্লাহ' না বললে শয়তান বলে তোমরা রাত্রি যাপনের সুযোগ পেলে। আর যখন খাবার সময়ও 'বিসমিল্লাহ' না বলে তখন বলে তোমরা রাত্রি যাপনের জায়গা পেলে এবং খাবারও পেলে *(মুসলিম হা/২০১৮; মিশকাত হা/৪১৬১)*। উল্লেখ্য যে, খাবারের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে। এর সাথে 'আররহমা-নির রহীম' যোগ করার কোন দলীল পাওয়া যায় না। খাবার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে নির্দিষ্ট দো'আ পড়তে হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ খাবার খাবে তখন সে যেন 'বিসমিল্লাহ' বলে। প্রথমে বলতে ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র বলবে 'বিসমিল্লা-হি আউওয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহূ' (আল্লাহ্র নামে এর শুরু ও শেষ *(তিরমিযী হা/১৮৫৮; মিশকাত হা/৪২০২)*।

১১. সন্ধ্যায় শিশুকে বাড়ীর বাইরে নিয়ে না যাওয়া : আদর্শ মা সন্ধ্যায় তার সন্তানকে বাড়ীর বাইরে বা ছাদের উপর নিয়ে যাবেন না। কেননা এ সময় শয়তান চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ছোট বাচ্চাদের ক্ষতি করে। জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন রাতের আঁধার নেমে আসে অথবা সন্ধ্যা হয় তখন তোমরা শিশুদেরকে (বাইরে যাওয়া থেকে) আবদ্ধ রাখ। কেননা সে সময় শয়তান ছড়িয়ে পড়ে। তবে রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হয়ে গেলে তাদেরকে ছেড়ে দাও এবং 'বিসমিল্লাহ' বলে ঘরের দরজাসমূহ বন্ধ করো। কারণ শয়তান বন্ধদ্বার খুলতে পারে না। আর 'বিসমিল্লাহ' বলে খাদ্য দ্রব্যাদির পাত্রের মুখ বন্ধ করো এবং 'বিসমিল্লাহ' বলে তোমাদের পাত্রগুলো ঢেকে দাও। বন্ধ করার বা ঢাকার কিছু না পেলে আড়াআড়িভাবে কোন কিছু রেখে দাও। আর ঘুমানো সময় বাতিগুলো নিভিয়ে দাও *(বুখারী হা/৫৬২৩; মিশকাত হা/৪২৯৪)*। অপর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَأَكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشاراً وَخَطْفَةً 'তোমরা সন্ধ্যায় শিশুদেরকে বাড়ীতে আবদ্ধ রাখ। কেননা এ সময় শয়তান ছড়িয়ে পড়ে ও

শিশুদেরকে ছিনিয়ে নেয়' *(বুখারী হা/৩৩১৬; মিশকাত হা/৪২৯৫)*।

১২. শিশুকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা : সন্তান আল্লাহ প্রদত্ত এক পবিত্র আমানত। তাকে ইসলামী কায়দায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখলে সে অনেক রোগ-বালাই থেকে মুক্ত থাকবে। তার সুষ্ঠু বিকাশ ঘটবে। তার হাতের নখ সপ্তাহে একদিন কেটে দিতে হবে। মুখ-দাঁত পরিষ্কার রাখতে হবে। হাতে খাবার তুলে খেতে শিখলে সে খাবার খাওয়ার শুরুতেই মা তার হাত ভালভাবে পরিষ্কার করে দিবেন। অন্যথায় হাতে ময়লা থাকলে হাতের ময়লা পেটে গিয়ে সন্তান অসুস্থ হবে। চোখ খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তার ভালভাবে যত্ন নিতে হবে। চুল কেটে চুল পরিপাটি করে রাখতে হবে। ছেলে-মেয়ে সকলের মাথায় সোজাভাবে সিঁথি কাটতে হবে। এগুলোর প্রতি মা খুব যত্নবান হবেন। এতে সন্তান শিশুকাল থেকেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি আকৃষ্ট হবে। তার পোশাক হবে উজ্জ্বল ও ঝলমলে। এতে বাহ্যিক পবিত্রতায় তার মনও হবে সুন্দর ও পবিত্র এবং আল্লাহ্র ভালবাসা লাভে সে ধন্য। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ 'নিশ্চয় আল্লাহ (অন্তর থেকে তওবাকারী ও (দৈহিকভাবে) পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*।

[চলবে]

রাসূল (ছাঃ)-এর নিষেধাবলী

মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক
ইউনিভার্সাল ইসলামিক একাডেমী
মণিপুর, গাযীপুর।

(৩য় কিস্তি)

শূকরের গোশত ও অন্যান্য হারাম খাদ্য : শূকরের গোশত হারাম হবার স্বপক্ষে যুক্তি রয়েছে। তিনটি সেমেটিক জাতি অর্থাৎ তিন প্রধান আহলে কিতাবের (ইহূদী, খৃষ্টান ও মুসলমান) মধ্যে একমাত্র খৃষ্টানরাই শূকর ভোজী। শূকর হারাম হবার পিছনে কোন বৈজ্ঞানিক কারণ থাকুক বা না থাকুক এটা আল্লাহ্র আদেশ তাই মানতেই হবে। তবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শূকর হারাম হবার স্বপক্ষে যে কারণগুলো পাওয়া যায় তা নিম্নে বর্ণনা করা গেল। তাছাড়া আরও অনেক কারণ থাকতে পারে যা আমরা এখনও জানতে পারিনি। আল্লাহই ভাল জানেন। শূকরের গোশত খেলে ট্রিচিনিয়াসিস নামক এক প্রকার কৃমি রোগ হয়, যা অনেক সময় মৃত্যুর কারণও হয়ে থাকে। ট্রিচিনিলা ইসপাইর্যালিস নামক এক প্রকার সুতার মত কৃমির শুককীট শূকরের গোশতে অবস্থান করে। যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করার পরও আমেরিকা, ক্যানাডা, ইউরোপ, চীন, রাশিয়া, জাপান, কোরিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি প্রগতিশীল দেশে আজ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী 'ট্রিচিনিয়াসিস' রোগ দেখা যায়। ওয়াশিংটন পোস্ট ১৯৫২ সনের ৩১শে

মে সংখ্যার এক নিবন্ধে ডা. প্লেন শোফার্ড শূকরের গোশত ভক্ষণের বিপদ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছিলেন, 'আমেরিকা ও ক্যানাডায় প্রতি ষষ্ঠ ব্যক্তির একজনের গোশত পেশীতে ট্রিচিনিয়াসিস নামক ব্যাধির জীবাণু বিদ্যমান রয়েছে'। ডা. এস পোল্ড বলেছেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে শতকরা ২৫ থেকে ৩৫ জন পর্যন্ত লোক তাদের দেহে ট্রিচিনিলা জীবাণু নিয়ে বাস করছে' *(দি টাইমস, ৩রা ডিসেম্বর ১৯৪৬, পৃ. ৭৭)*। শূকরের গোশতের মাধ্যমে টিনিয়া সলিয়াম নামক অন্য এক প্রকার কৃমিও বিস্তার লাভ করে। কয়েক ফুট লম্বা এই ফিতা কৃমি শূকর গোশত ভক্ষণের মাধ্যমে মানুষের পেটে যায়। এই কৃমির শুককীট শূকরের গোশতে বিদ্যমান থাকে। বিশ্ববিখ্যাত চীনা মুসলিম চিন্তাবিদ অধ্যাপক ইব্রাহীম উল্লেখ করেছেন, 'শূকরের গোশত পুরাতন ব্যাধিসমূহ জীবন্ত করে তোলে। বাত ও হাঁপানী রোগ পরিপুষ্ট করে থাকে। শূকরের গোশত ভক্ষণ করলে স্মরণ শক্তি দুর্বল হয় এবং তার ফলে মাথার চুলও পড়ে যায়। সকল প্রাণীর গোশতের মধ্যে শূকরই হচ্ছে সর্বপ্রকার অনিষ্টকর জীবাণুর বৃহত্তম আধার। শূকরের গোশত মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য বিষময়। শূকরের গোশতের প্রভাব মানুষের চরিত্রে ও ব্যবহারে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। শূকর স্বভাবতই অলস ও অশ্লীল রুচির অধিকারী। কুরআন মাজীদে একবার নয় দু'বার নয়, চার বার শূকরের গোশত ভক্ষণের নিষেধ বাণী বজ্রকণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে।

আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া হত্যা করা প্রাণীর গোশত হারাম : হালাল প্রাণীর গোশত আমাদের জন্য হালাল খাদ্য। কিন্তু তাই বলে তাকে অনর্থক কষ্ট দিয়ে কিংবা হত্যার বিকৃত আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে যবহ করা চলবে না। হালাল জীব যবহ করতে হলে আল্লাহর নাম স্মরণ করে যবহ করতে হবে। যাতে একথা মনে পড়ে যে, আল্লাহ এই প্রাণীকে আমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন এবং এ গোশত আমাদের শরীর পুষ্টির জন্য প্রয়োজন। বিধায় আল্লারই শিখানো পদ্ধতিতে যবেহ করা হচ্ছে। আর যবাই করার সময় بِسْمِ اللهِ وَ اللهُ اَكْبَر 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার' বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, হে প্রাণী, আমি আল্লাহ্‌র হুকুমেই তোমার জীবন শেষ করছি, কারণ মানুষের প্রয়োজনেই তোমার সৃষ্টি। তবে একথাও মনে আছে যে আল্লাহ সবার উচ্চে ও সর্বশক্তিশালী।

শ্বাসরোধ করে হত্যা করা প্রাণীর গোশত হারাম : শ্বাসরোধ করা হিংস্রতার নমুনা। এটা ইসলাম আদৌ অনুমোদন করে না। কেননা এ নিয়মে হত্যা করলে প্রাণীকে অনর্থক বেশী কষ্ট দেয়া হয়। ফলে মৃত প্রাণীর শরীরে অত্যধিক দূষিত রক্ত ও অতিরিক্ত কার্বণডাই অক্সাইড গ্যাস জমা হয়। যা গোশতের ক্ষতি সাধন করে।

যবাই করলে উক্ত ক্ষতি সাধন হয় না। রক্তক্ষরণের মাধ্যমে দূষিত পদার্থ বেরিয়ে যায়।

কঠিন আঘাতে নিহত জন্তুর গোশত হারাম : কঠিন আঘাতে নিহত জন্তুর গোশতে অতিরিক্ত ল্যাকটিক এসিড জমা হয় যা গোশতের ক্ষতি সাধন করে। এটা বর্বরতা ও হিংস্রতার নমুনাও বটে। হিন্দুদের বলি আর পাশ্চাত্য দেশের বুলেটে নিহত করা বা যন্ত্রে কাটা ইত্যাদি কঠিন আঘাত ব্যতীত আর কিছুই নয়। হিন্দুরা প্রাণীকে বলি দেয় ঘাড়ের পিছন দিক থেকে কঠিন আঘাত দিয়ে, তাতে হাড়কে বিনা কারণে দ্বিখণ্ডিত করা হয়। মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ স্পাইনাল কর্ডকে হঠাৎ দ্বিখণ্ডিত করার ফলে অনেক প্রয়োজনীয় রস গোশতপেশী থেকে বের হয়ে যায়। তাছাড়া বলি দিয়ে হিন্দুরা প্রাণীর গলা চেপে ধরে প্রবাহিত রক্ত বের হতেও বাধা দেয়। এর তুলনায় যবাই অনেক কম আঘাতে হয় এবং তাতে স্পাইনাল কর্ড কাটা পড়ে না বলে গোশতসমূহ সংকুচিত হয় না এবং এতে গোশত নষ্টও হয় না। শুধু রক্তপাত হয়ে মৃত্যু ঘটে।

উচ্চস্থান থেকে পতিত হয়ে আঘাত প্রাপ্ত প্রাণীর গোশত হারাম : কোন উচ্চ স্থান থেকে নিচে পতিত হয়ে আঘাত প্রাপ্ত প্রাণীর গোশতে ল্যাকটিক এসিড বেশী থাকবে। শক এর জন্য মৃত্যুর ফলে গোশতসমূহ কুচকিয়ে যায়। ফলে গোশতের গুণগত মান কমে যায়।

পশুর লড়াইতে নিহত প্রাণীর গোশত হারাম : প্রাণীতে প্রাণীতে লড়াই লাগিয়ে শিংয়ের আঘাতে নিহত হালাল প্রাণীর গোশত হারাম। এটা একটি অসভ্য প্রথা এবং বর্বরতা। স্পেনে 'বুল ফাইট' নামক এক প্রকার বর্বর খেলা প্রচলিত আছে। এতে ষাঁড়কে বার বার আঘাত করে হত্যা করা হয়। ইসলাম এগুলো হারাম করে দিয়ে মানবতার পরিচয় দিয়েছে।

হিংস্র প্রাণীর কামড়ে নিহত জন্তুর গোশত হারাম : হিংস্র জন্তুর কামড়ে নিহত হালাল প্রাণীর শরীরে কোন বিষাক্ত জিনিস প্রবেশ করতে পারে। তাই হালাল হওয়া সত্ত্বেও তা ভক্ষণ করা হারাম। যদি জীবন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং হিংস্র জন্তুর আঘাত খুব অল্প সময় পূর্বে ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয় বা আঘাত অতি সামান্য হয়েছে এমতাবস্থায় গোশত দূষিত হবার সম্ভাবনা কম। হিংস্র জন্তু হালাল জন্তুর অংশ বিশেষ খেয়ে ফেললে ও জীবন্ত অবস্থায় পাওয়া গেলে তাকে যবাই করলে খাওয়া হালাল, নয়ত হারাম।

বেদীর উপর বলি দেয়া প্রাণীর গোশত হারাম : কোন বেদীর উপর হত্যা করার মানে কোন দেবদেবীর নামে বলি দেয়াকে বুঝায়। এটি শিরক এবং খাওয়া হারাম। অনুরূপভাবে কোন কবর কিংবা মাযার অথবা রওযাতে পীরের নামে যবাই করা পশুর গোশত হারাম।

তীর ছুঁড়ে ভাগ করা গোশত হারাম : তীর মেরে গোশত ভাগ করা বা লটারীর

উদ্দেশ্য হলো জুয়া খেলা এবং লোক ঠকানো। এটা ইসলামে হারাম করা হয়েছে।

শিকারী প্রাণী দ্বারা ধৃত প্রাণী যবাই না করলে গোশত হারাম : প্রশিক্ষণ দেয়া শিকারী প্রাণী কর্তৃক ধৃত হালাল প্রাণীকে জীবিতাবস্থায় পেলে আল্লাহর নামে যবাই করে নিতে হবে। সাধারণতঃ কুকুরকে শিকারী প্রাণী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এ কুকুর দু'ভাগে বিভক্তঃ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী কুকুর আর প্রশিক্ষণ না দেয়া কুকুর। যদি প্রশিক্ষণ দেয়া শিকারী কুকুরকে আল্লাহ্র নাম নিয়ে অর্থাৎ 'বিসমিল্লাহ' বলে শিকারের জন্য প্রেরণ করা হয় তাহলে সে কুকুর যদি শিকারকে হত্যাও করে তবুও তা খাওয়া যাবে। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, তার সাথে প্রশিক্ষণ না দেয়া কুকুর যেন হত্যা করার কাজে অংশ গ্রহণ না করে। যদি তার সাথে অন্য সাধারণ কুকুর অংশ গ্রহণ করে তাহলে তার শিকার করা পশু খাওয়া যাবে না। যদি অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর কোন শিকারী প্রাণী শিকার করে নিয়ে আসে আর শিকারটি যদি জীবিত থাকে তাহলে শুধুমাত্র এ ক্ষেত্রে তাকে যব্হ করে খাওয়া যাবে। তবে কুকুর যদি শিকার করা প্রাণীর কিছু অংশ খেয়ে ফেলে তাহলে তা খাওয়া যাবে না। *(বুখারী হা/৫০৫৪)*।

ছ. বিষ পান করে আত্মহত্যা করা : বিষ পান করে আত্মহত্যা তো হারাম বটে এমনকি বিষের সাহায্যে চিকিৎসা করা, ভয়ানক কিছু দ্বারা চিকিৎসা করা যাতে মারা যাবার আশঙ্কা আছে এমন হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করাও নিষেধ। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا 'যে লোক পাহাড়ের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে, সে জাহান্নামের আগুনে পুড়বে, চিরকাল সে জাহান্নামের ভিতর ঐভাবে লাফিয়ে পড়তে থাকবে। যে লোক বিষপানে আত্মহত্যা করবে, তার বিষ জাহান্নামের আগুনের মধ্যে তার হাতে থাকবে, চিরকাল সে জাহান্নামের মধ্যে তা পান করতে থাকবে। যে লোক লোহার আঘাতে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামের আগুনের ভিতর সে লোহা তার হাতে থাকবে, চিরকাল সে তা দিয়ে নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে' *(বুখারী হা/৫৩৩৩)*।

[চলবে]

'মর্যাদার মানদণ্ড হল স্রেফ তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি'

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ

রবীউল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

নির্ভেজাল তাওহীদে বিশ্বাস

নির্ভেজাল তাওহীদে বিশ্বাসী একজন মানুষ জান্নাতে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ 'যে ব্যক্তি কোন কিছুকে আল্লাহ্র সাথে শরীক না করে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করে মারা যাবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(মুসলিম হা/৯৩)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন একটি আমল বাতলে দিন, যা করলে আমি জান্নাতে যেতে পারব। তিনি বললেন, تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا أَبَدًا وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا 'তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করবে, তার সঙ্গে কোন কিছু শরীক করবে না, ফরয ছালাত কায়েম করবে, নির্ধারিত যাকাত দিবে এবং রামাযানের ছিয়াম পালন করবে। তারপর সে বলল, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, আমি এর উপর কখনো কিছু বাড়াব না এবং তা থেকে কমও করব না। লোকটি চলে গেলে নাবী (ছাঃ) বললেন, কেউ কোন জান্নাতী লোক দেখে খুশি হতে চাইলে একে দেখুক' *(মুসলিম হা/১৪)*। এ হাদীছে লক্ষণীয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেদুঈন ব্যক্তিকে যে চারটি আমলের কথা বলেছিলেন, তার মধ্যে প্রথমটি ছিল তাওহীদ বা একত্ব। উল্লেখ্য যে তাওহীদ তিন প্রকার-

(১) 'তাওহীদে রুবূবিয়াত'-এর অর্থ হল আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রূযীদাতা, রোগ ও আরোগ্যদাতা, জীবন ও মরণদাতা প্রভৃতি হিসাবে বিশ্বাস করার নাম 'তাওহীদে রুবূবিয়াত'।

(২) 'তাওহীদে ইবাদত বা উলূহিয়াত'-এর অর্থ হল 'সর্বপ্রকার ইবাদতের জন্য আল্লাহকে একক গণ্য করা'।

'ইবাদত' হল : 'ঐসকল প্রকাশ্য ও গোপন কথা ও কাজের নাম, যা আল্লাহ ভালবাসেন ও যাতে তিনি খুশী হন'।

(৩) 'তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত'-এর অর্থ হল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবেই আল্লাহ্র সত্তার সাথে সম্পৃক্ত ও সনাতন বলে বিশ্বাস করা, যা বান্দার নাম ও গুণাবলীর সাথে তুলনীয় নয়। তিনি

নিরাকার বা নির্গুণ সত্তা নন। বরং তাঁর আকার রয়েছে। কিন্তু তা কেমন তা কেউ জানে না। আল্লাহ বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(শূরা ৪২/১১)*। তিনি আরো বলেন, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 'তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই' *(ইখলাছ ১১২/৪)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর যথাযথ অনুসরণ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে যথাযথভাবে অনুসরণকারী জান্নাতে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ-وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নদী সমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হল মহা সফলতা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর সীমাসমূহ লংঘন করবে, তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরদিন থাকবে। আর তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি' *(নিসা ৪/১৩-১৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى 'আমার সকল উম্মত জান্নাতে যাবে। কেবল অস্বীকারকারী ব্যতীত। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! অস্বীকারকারী কে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করবে সেই অস্বীকারকারী' *(বুখারী হা/৭২৮০)*।

আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) এবং দ্বীনের প্রতি সন্তুষ্টি জ্ঞাপন

যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব হিসাবে পেয়ে ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নবী হিসাবে পেয়ে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে বিশ্বাস করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَالَ رَضِيتُ بِاللهُ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ 'যে ব্যক্তি বলে যে আল্লাহকে রব হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নবী হিসাবে পেয়ে আমি সন্তুষ্ট। তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে' *(আবূদাঊদ হা/১৫২৯)*।

জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন ও আমীরের আনুগত্যকরা

জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের বিনিময় জান্নাত। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ

الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، وَمَنْ أَرَادَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَعَلَيْهِ بِالْجَمَاعَةِ 'অবশ্যই তোমরা জামা'আতবদ্ধ হয়ে বসবাস করবে এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে সতর্ক থাকবে। কারণ শয়তান একজনের সাথে থাকে এবং দু'জন থেকে সে অনেক দূরে থাকে। যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায়, সে যেন অবশ্যই জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করে' *(তিরমিযী হা/২১৬৫)*। জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করতে হলে অবশ্যই একজন আমীরের প্রয়োজন আছে। যে ব্যক্তি আল্লাহভীরু ও ন্যায়পরায়ন আমীরের আনুগত্য করবে তার বিনিময়ও জান্নাত রয়েছে। হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের ভাষণে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, اتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ (১) তোমরা তোমাদের প্রভু আল্লাহকে ভয় কর (২) পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় কর (৩) রামাযান মাসের ছিয়াম পালন কর (৪) তোমাদের সম্পদের যাকাত প্রদান কর এবং (৫) আমীরের আনুগত্য কর; তোমাদের প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ কর' *(তিরমিযী হা/৬১৬; মিশকাত হা/৫৭১)*।

নরম হৃদয়ের অধিকারী হওয়া

যাদের হৃদয় নরম হবে, কোমল ও সুন্দর মেযাজের অধিকারী হবে, সর্বদা আল্লাহকে ভয় করবে, কারো কোন ক্ষতি করবে না ও ধৈর্যশীল হবে এমন লোক জান্নাতী হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ 'জান্নাতে প্রবেশ করবে এমন ব্যক্তি যাদের অন্তরসমূহ হবে পাখির অন্তরের ন্যায়' *(মুসলিম হা/২৮৪০)*।

দুর্বল অসহায় হওয়া

জান্নাতে ধনীদের চেয়ে গরীব-মিসকীন ও দুর্বল লোকদের সংখ্যা বেশী হবে। পক্ষান্তরে যারা অহংকারী, দুশ্চরিত্র ও ঝগড়াটে ব্যক্তি তারা জাহান্নামে যাবে। হারেছা ইবনু ওহাব (রাঃ) নবী (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি বলেছেন, 'আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকদের গুণাবলীর কথা বলবো না? ছাহাবীগণ বললেন, জি হ্যাঁ বলুন। তিনি বললেন, كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ قَالُوا بَلَى قَالَ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ 'প্রত্যেক দুর্বল, মানুষের চোখে তুচ্ছ বা হেয়, কিন্তু সে যদি কোন বিষয়ে আল্লাহ্‌র নামে কসম করে তাহলে আল্লাহ তার কসম পূর্ণ করবেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামী লোকদের কথা বলব না? তারা বললেন, জ্বি হ্যাঁ বলুন। তিনি বললেন, প্রত্যেক ঝগড়াকারী, দুশ্চরিত্র ও অহংকারী ব্যক্তি' *(মুসলিম হা/২৮৫৩)*।

[চলবে]

আদর্শ পরিবার গড়ি এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করি

আব্দুল হাসীব, ছানাবিয়া ১ম বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

ভূমিকা

পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতিকে সুশৃংখল রাখার জন্য মানুষের প্রচেষ্টার অন্ত নেই। এসবকে অন্যায়মুক্ত করার জন্যও চলছে নানা ধরনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা। এসবের জন্য প্রণীত হচ্ছে শতশত আইন। কিন্তু এ আইন প্রয়োগের ফলে দুর্নীতি, অন্যায় অবিচার কি একেবারে রোধ করা সম্ভব হচ্ছে? কিন্তু না এত আইন করেও দুর্নীতি নির্মূল করা সম্ভব হচ্ছে না।

আর এটার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে সোনামণিদেরকে ইসলামী আদর্শ শিক্ষা হতে দূরে রাখা। কেননা সোনামণিই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তারাই দেশ ও জাতির রূপকার। তাই তাদের যদি সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত না করা হয় তবে পরিবার আদর্শহীন হবে। আর পরিবার আদর্শহীন হলে সমাজে দুর্নীতি, অন্যায়, অবিচার তো হবেই। যার কারণে বর্তমান সময়ে দেশ ও জাতির জন্য একদল আদর্শ সেবক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করাই দায়।

সুতরাং ছোট থেকেই একজন সোনামণিকে আদর্শ করে গড়ে তুলতে হবে। যেন সে প্রভাতী সূর্যের মত উজ্জ্বল আলোর ঝিকিমিকি দিয়ে পৃথিবীকে আলোকিত করে এবং সমাজের কোণে কোণে সুখ বয়ে আনে। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে সোনামণি সংগঠন তার ৫নং নীতিবাক্যের মাধ্যমে সোনামণিদেরকে আদর্শ পরিবার এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে উৎসাহিত করে।

অত্র প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

আদর্শ পরিবার পরিচিতি

আদর্শ : আভিধানিক অর্থে আদর্শ হল অনুকরণ যোগ্য শ্রেষ্ঠ বিষয় *(বাংলা একাডেমী, আধুনিক বাংলা অভিধান, পৃ. ১৪৬)*। ইংরেজীতে Ideal, Model ইত্যাদি *(oxford; advanced learner's dictionary; Bengali to English; 106)*।

পারিভাষিক অর্থে আদর্শ হচ্ছে তাক্বওয়া, ভদ্রতা, বিনয়-নম্রতা সত্যবাদিতা, আমাতনদারিতা, সচ্চরিত্রতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, পরিশুদ্ধতা, সেবা, সম্প্রীতি, আনুগত্য, ত্যাগ, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সহ প্রভৃতি কতগুলো মহৎ গুলাবলীর সমন্বিত রূপ।

পরিবার : আভিধানিক অর্থে স্ত্রী, সন্তান, পোষ্যবর্গ, পরিজন *(বাংলা একাডেমী, আধুনিক বাংলা অভিধান পৃ. ৭৯২)*। ইংরেজীতে Family, dependant, domestic unit ইত্যাদি *(oxford; advanced learner's dictionary; Bengali to English; 490)*।

পরিভাষিক অর্থে A group consisting of one or two parents and their children (পরিবার হল পিতা বা মাতা অথবা পিতা-মাতা উভয় ও তাদের সন্তান-সন্ততির সমষ্টি *(oxford; advanced*

learner's dictionary, new York: oxford university press, 8th ed. 2010, p. 55)।

২. ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার বলতে বুঝায় পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, ছেলে-মেয়ে ও পৌত্র-পৌত্রীদের নিয়ে গঠিত জন সমষ্টিকে *(আল-ফিকহুল মানহাযী আলা মাযহাবিল ইমাম আশ-শাফেঈ, ৪র্থ খণ্ড, দিমাশক দারুল কলম, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪১৩ হি./১৯৯২ খ্রি. পৃ. ৯)*।

আদর্শ পরিবার গঠনের প্রয়োজনীয়তা

পরিবার হল সামগ্রিক জীবনের প্রথম ভিত্তি; মানবিক গুণাবলীর সৃজনভূমি; সমাজের প্রাণকেন্দ্র ও একটি ক্ষুদ্রতম ইউনিট। অনেকগুলো পরিবারের সমষ্টিই হচ্ছে একটি সমাজ। একটা ঘরের ইটগুলো যদি নষ্ট হয়ে যায় অথবা নড়বড়ে হয়ে যায় তাহলে গোটা ঘরই যেমন দুর্বল হয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি একটা সমাজের পরিবারগুলো নষ্ট হয়ে গেলে সেই সমাজও সুস্থ, সবল হতে পারে না। পরিবার গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর' *(তাহরীম ৬৬/৬)*। সুতরাং স্পষ্ট যে, সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়তে হলে আদর্শ পরিবার গঠনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

আদর্শ পরিবার গঠনে করণীয়

১. রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ অনুসরণ করা : মহান আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে' *(আহযাব ৩৩/২১)*। তাই পরিবারের সর্বক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর রীতি-নীতি অনুসরণ করলে পরিবার আদর্শ হবে ইনশাআল্লাহ।

২. সন্তানকে ছালাতের প্রশিক্ষণ দেওয়া : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ 'তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে ছালাতের নির্দেশ দাও যখন তাদের বয়স সাত বছর হয়। দশ বছর বয়স হলে ছালাতের জন্য প্রহার কর এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও' *(আবূদাঊদ হা/৪৯৫; মিশকাত হা/৫৭২)*।

৩. শাসন অব্যাহত রাখা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, পরিবারকে সংশোধন করার জন্য চাবুক এমন স্থানে রাখ, যেন পরিবার তা দেখতে পায়। কারণ এটাই তার জন্য শিষ্টাচার' *(সিলসিলা ছহীহহা হা/১৪৪৬)*।

দেশ ও জাতি পরিচিতি

দেশ : আভিধানিক অর্থ রাষ্ট্র, জন্মভূমি *(Bangla academy; Bengali to English; p.162)*। ইংরেজীতে Cantry, land, tract, provice ইত্যাদি *(oxford;*

advanced learner's dictionary; Bengali to English; p. 413)।

পারিভাষিক অর্থ :

১. যে কোন জাতি অধিকৃত ভূখণ্ডই হচ্ছে দেশ *(Bangla academy; Bengali to English; p.162)*।

২. দেশ হল বহুসংখ্যক ব্যক্তি অধিকৃত এমন ভূখণ্ড বিশেষ যার সংগঠিত সরকার ও জনসমষ্টি রয়েছে' *(বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচিতি; দাখিল নবম-দশম শ্রেণী; ষষ্ঠ অধ্যায়)*।

জাতি : আভিধানিক অর্থ গোত্র, প্রকার, শ্রেণী *(জয় নব অভিধান, পৃ. ১২০)*।

ইংরেজীতে Caste, lineage, tribe, Nation, Class, ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থ : ১. A race or people having common decent, language, history, religion ect. *(oxford; learner's favourite dictionary; English to Bengla and English; p. 581)*।

২. একটি বিশেষ ভূখণ্ডে বসবাসকারী অথবা এক ভাষাভাষী এবং একটি রাজনৈতিক চারিত্র্যে বা আশা-আকাঙ্ক্ষাযুক্ত বৃহৎ জনগোষ্ঠী *(Bangla academy; Bengali to English; p. 467)*।

দেশ ও জাতির সেবার গুরুত্ব : দেশ ও জাতির সেবার গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি পীড়িত ছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে সেবা-শুশ্রূষা করনি। তখন সে বলবে, হে আল্লাহ! আমি তোমাকে কিভাবে সেবা করব শুশ্রূষা করব অথচ তুমি সমস্ত পৃথিবীর প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতেনা যে, আমার অমুক বান্দা পীড়িত অবস্থায় আছে, আর তুমি তার সেবা করনি। তুমি যদি তার সেবা করতে, তাহলে তার নিকট আমাকে পেত' *(মুসলিম হা/২৫৬৯; মিশকাত হা/১৫২৮)*।

অন্যত্র আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ) কে জিজ্ঞেস করল, أَىُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ 'ইসলামের কোন কাজ সর্বোত্তম? উত্তরে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি অন্যকে খাদ্য খাওয়াবে এবং পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান করবে' *(বুখারী হা/২৮; মিশকাত হা/৪৬২৯)*। এছাড়াও রাসূল (ছাঃ) ইহূদী গোলাম অসুস্থ হলে তিনি তার বাড়িতে গিয়ে সেবা করেছিলেন এবং সান্ত্বনা দিয়েছিলেন' *(বুখারী হা/১৩৫৬; মিশকাত হা/১৫৭৪)*। সুতরাং স্পষ্ট যে, দেশ ও জাতির সেবার ব্যাপারে ইসলাম যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে এবং এর প্রতিফল আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও জান্নাত।

দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার দৃষ্টান্ত : মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে সফলতা অর্জন আমাদের প্রত্যেকেরই একমাত্র লক্ষ্য। আর সে সফলতা অর্জনের যে সকল মাধ্যম রয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন যুগে যুগে প্রেরিত সকল নবী ও রাসূল সহ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মাদ

(ছাঃ)। তিনি প্রৌঢ় বয়সে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে দীর্ঘতম পথ পায়ে হেঁটে মক্কা হতে দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় ৯০ কি. মি. দূরে তায়েফের ময়দানে গিয়েছিলেন কেবল মাত্র তার জাতিকে তাওহীদের দাওয়াত দিতে। কিন্তু কেউ তার দাওয়াত কবুল করেনি। বরং তাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি-গালাজ করে এবং তাঁকে লক্ষ্যকরে পাথর ছুড়তে আরম্ভ করে। যার ফলে তার পায়ের গোড়ালী ফেটে রক্তে জুতা ভরে যায়। *(নবীদের কাহিনী-৩; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ১৮৭-১৮৮)*।

এছাড়াও জাতির আদর্শ সেবক হিসাবে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন ছাহাবী হযরত আবু বকর (রাঃ)' *(ইবনুল জাওযী মানাকিব উমার ইবনে খাত্তাব পৃ. ৬৮)*।

এবং সেই সকল ছাহাবীগণ যারা মৃত্যুর দরজায় দাঁড়িয়ে নিজে পানি পান না করে অন্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে ত্যাগের মাধ্যসে সেবার নযীর বিহীন অসামান্য দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

আরো দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন বিভিন্ন দেশের অসংখ্য মানব। যারা জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতেও পিছপা হননি। তাই তো তারা আজও স্মৃতির পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিব্দ হয়ে আছেন।

আদর্শ পরিবার গড়া এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করায় সোনামণি

সংগঠনের ভূমিকা

শিশু-কিশোরদের নির্ভেজাল তাওহীদী আদর্শে করে গড়ে তোলার এক অনন্য সংগঠন হল সোনামণি সংগঠন। এটি বর্তমান সমাজে একদল আদর্শ শিশু-কিশোর গঠনে আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। আর এ লক্ষ্যে সংগঠনটির মূলমন্ত্র সহ শিশুদের যথার্থ নীতিবাক্য হলো আদর্শ পরিবার গড়ি এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করি।

বর্তমান আদর্শিক দুর্ভিক্ষের যুগে আদর্শ পরিবার গঠন এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা সময়ের একান্ত দাবী। যে দাবী পূরণে সোনামণি সংগঠন আমাদের প্রত্যেক সোনামণিকে শিক্ষা দেয় কিভাবে না খেয়ে পড়ে থাকা মানুষদের নিজ হাতে খাওয়াবে; কিভাবে নিঃস্ব গরীব, দুঃখীদের মুক্তহস্তে দান করবে; কিভাবে রাস্তায় পড়ে থাকা বস্ত্রহীন ও শীতার্ত মানুষের বস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করবে; কিভাবে সমাজে সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের সুবিধা দিতে চেষ্টা করবে।

এছাড়াও সোনামণি সংগঠন সোনামণিদেরকে ইসলামী আদর্শ ও মৌলিক শিক্ষা দিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে।

সুতরাং আদর্শ পরিবার গড়া এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করায় সোনামণি সংগঠনের ভূমিকা অপরিসীম।

উপসংহার

ব্যক্তিত্ব গঠন ও বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবার অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। পরিবার আদর্শ হলে আর্দশবান মানুষ সেখান থেকে বের হয়ে আসবে। ফলে তারাই দেশ ও জাতির আদর্শ কর্ণধার হয়ে কাজ করবে ইনশাআল্লাহ।

হাদীছের গল্প

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দো'আর বরকত

হাবীবুর রহমান, শিক্ষক
নান্দিগ্রাম দারুসসালাম আলিম মাদরাসা
দূর্গাপুর, রাজশাহী।

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আবূ ত্বলহা (রাঃ) উম্মে সুলাইমকে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দুর্বল কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারলাম তিনি ক্ষুধার্ত। তোমার নিকট (খাবার) কিছু আছে কি? তখন উম্মে সুলাইম কয়েকটি যবের রুটি বের করলেন। তারপর তার ওড়না বের করে এর একাংশ দ্বারা রুটিগুলো পেঁচিয়ে আমার কাপড়ের মধ্যে গুঁজে দিলেন এবং অন্য অংশ আমার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে আমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট পাঠালেন। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি এগুলো নিয়ে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মসজিদে পেলাম। তাঁর সঙ্গে অনেক লোক। আমি তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আবূ ত্বলহা তোমাকে পাঠিয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, খাবার জন্য? আমি বললাম, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার সাথীদেরকে বললেন, ওঠ। তারপর তিনি চললেন। আমিও তাদের আগে আগে চলতে লাগলাম। অবশেষে আবূ ত্বলহার কাছে এসে পৌঁছলাম। আবূ ত্বলহা বললেন, হে উম্মে সুলাইম! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তো অনেক লোক নিয়ে এসেছেন। অথচ আমাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার নেই যা তাদের খাওয়াব। উম্মে সুলাইম বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) ভাল জানেন। আনাস (রাঃ) বলেন, তারপর আবূ ত্বলহা গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। আবূ তালহা ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উম্মে সুলাইমকে ডেকে বললেন, তোমার কাছে যা আছে তা নিয়ে আস। উম্মে সুলাইম ঐ রুটি নিয়ে আসলেন। তিনি আদেশ করলে তা টুকরা করা হল। উম্মে সুলাইম (ঘি বা মধুর) পাত্র নিংড়িয়ে তাকেই তরকারি বানালেন। তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাশা-আল্লাহ, এতে যা পড়ার পড়লেন। এরপর বললেন, দশজনকে আসতে অনুমতি দাও। তাদের আসতে বলা হলে তারা তৃপ্ত হয়ে আহার করল এবং তারা বেরিয়ে গেলা। আবার বললেন, দশজনকে অনুমতি দাও। তাদের অনুমতি দেওয়া হল। তারা আহার করে তৃপ্ত হলো এবং চলে গেল। এরপর আরো দশজনকে অনুমতি দেওয়া হলো। সকলেই আহার করল এবং তৃপ্ত হল। তারা মোট আশি জন লোক ছিল' *(বুখারী হা/৫৩৮১)*।

শিক্ষা :

১. বরকতের মালিক মহান আল্লাহ।
২. আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-এর মাধ্যমে অনেক বরকত দান করেছেন।
৩. মেহমানকে আপ্যায়ন করলে রিযিকে বরকত হয়।

সোনামণি সংলাপ

আদব

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

প্রথম দৃশ্য

দোকানদার : (স্টেজে দোকান সাজিয়ে বসে থাকবে।)

রিফাত : (স্টেজে প্রবেশ করে প্রথমে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসবে। অতঃপর কলা ও পানির বোতল দাম করবে।)

রিযওয়ান : (স্টেজে প্রবেশ করে) 'আসসালামু-আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লা-হ'।

রিফাত : 'ওয়া আলাইকুমুস সালা-ম'। (সালামের জবাব দিয়ে দু'হাতে মুছাহাফা করবে ও বুকে হাত লাগাবে, হাতে চুমু খাবে)।

রিযওয়ান : ভাইয়া! তোমার নাম কী, তুমি কেমন আছ?

রিফাত : আমার নাম রিফাত। আছি একরকম।

রিযওয়ান : ভাইয়া! এরকম বলতে হয় না।

রিফাত : কেন? মানুষকে তো এরকম কথায় সচরাচর বলতে শুনি।

রিযওয়ান : কেউ অবস্থা জানতে চাইলে সর্বাস্থায় আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলতে হয়। কেননা আল্লাহ সূরা ইবরাহীমের ৭ আয়াতে বলেন, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই বেশী করে দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে জেনে রেখ আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর'।

রিফাত : ভাই! তুমিতো আমাকে সুন্দর পদ্ধতি শিক্ষা দিলে। এর আগেতো এ রকম কথা শুনিনি।

রিযওয়ান : রিফাত! তুমি সালামের জওয়াব দিয়ে দু'হাতে মুছাফাহা করলে এবং বুকে হাত লাগালে, হাতে চুমু খেলে, এটাতো সুন্নাতী পদ্ধতি নয়।

রিফাত : আমাদের বন্ধুরাতো এরকমই করে।

রিযওয়ান : মুছাফাহা : অর্থ পরস্পরের হাতের তালু মিলানো। মুছাফাহার সময় একে অপরের ডান হাতের তালু মিলিয়ে করমর্দন করতে হয়। ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে মুছাফাহা করতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকল শুভ কাজ ডান হাত দিয়ে করা পসন্দ করতেন' *(বুখারী হা/১৬৮)*। দুইজনের চার হাত মিলানো ও বুকে হাত লাগানোর প্রচলিত প্রথা সুন্নাত বিরোধী আমল। যা পরিত্যাজ্য। অতএব সাক্ষাতকালে মাথা ঝুঁকানো, বুকে জড়িয়ে ধরা বা কপালে চুমু খাওয়া নয়, কেবল সালাম ও মুছাফাহা করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, দুইজন মুসলমান সাক্ষাতকালে যখন পরস্পরে মুছাফাহা করে, তখন তাদের উভয়কে ক্ষমা করা হয়, যতক্ষণ না তারা পৃথক হয় *(আবু দাঊদ হা/৫২১২)*।

রিফাত : ভাই! তোমার কাছ থেকে সালামের সুন্দর পদ্ধতি শিক্ষা পেলাম। এখন থেকে এ পদ্ধতি অনুসরণ করব ইনশাআল্লাহ।

দোকানদার : আমি তোমাদের কাছ থেকে পারস্পরিক পরিচিতি ও সালামের উত্তম পদ্ধতি জানলাম-যা এ পর্যন্ত কারো কাছ থেকে জানতে পারিনি। এখন থেকে আমিও এ পদ্ধতিতে সালামের আদান প্রদান করব ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় দৃশ্য :

দোকানদার : (স্টেজে দোকান সাজিয়ে বসে থাকবে।)

জা'ফর : (হাতে ও গলায় তাবীয ঝুলিয়ে স্টেজে প্রবেশ করবে। অতঃপর চকোলেট কিনে খাবে।

ছিফাত : (স্টেজে প্রবেশ করে একটি কেক কিনে জাফরের দিকে তাকিয়ে খাবে।

ভাই তোমার হাতে ও গলায় কী?

জা'ফর : চিননা এটা তাবীয।

ছিফাত : কেন এটা পরেছ?

জা'ফর : আমি রাত্রে ঘুমিয়ে মাঝে মাঝে খারাপ স্বপ্ন দেখি। তাই আমার মা এটা পীর ছাহেবের কাছ থেকে ৫০০ টাকা দিয়ে কিনে দিয়েছেন।

ছিফাত : ভাইয়া! এগুলো করা যাবেনা। এগুলো শিরকী কর্মকাণ্ড যা ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ 'যে ব্যক্তি তাবীয ঝুলালো সে ব্যক্তি শিরক করল' *(আহমাদ হা/১৭৪৫৮)*। তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকায় তাকে তার প্রতি সোপর্দ করা হয়' *(তিরমিযী হা/২০৭২)*। আর শিরককারীর জন্য জান্নাত হারাম।

জা'ফর : তাহলে আমি তাবীয বেঁধে শিরক করছি। আমি আর তা কখনোই করব না। তাহলে আমি ঘুমাতে গিয়ে কী করব?

ছিফাত : ভাইয়া! ইসলামে সকল বিষয়ে সুন্দর পদ্ধতি রয়েছে। শয়নকালে প্রথমে ঘুমানোর দো'আ, তারপর আয়াতুল কুরসী (বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত) পড়বে। তাহলে শয়তান তোমার নিকটবর্তী হতে পারবে না। সকাল পর্যন্ত তোমার হেফাযতের জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত থাকবেন *(বুখারী হা/২৩১১)*। সাথে সাথে সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পড়ে দু'হাতে ফুঁক দিয়ে যতদূর সম্ভব দেহে তিনবার হাত বুলাবে (বুখারী হা/৫০১৭)।

জা'ফর : আমরা তো এগুলো এতদিন জানতাম না। এখন থেকে যাবতীয় শিরকী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

ছিফাত : তোমাকেও ধন্যবাদ।

তৃতীয় দৃশ্য :

দোকানদার : (স্টেজে দোকান সাজিয়ে বসে থাকবে।)

আমীন : (স্টেজে প্রবেশ করবে। অতঃপর কলা ও পানির বোতল কিনে দাঁড়িয়ে বাম হাতে কলা খেয়ে রাস্তায় চোঁচা ফেলে দিবে। অতঃপর বাম হাতে পানির বোতল নিয়ে এক নিঃশ্বাসে বোতলের সম্পূর্ণ পানি পান করে বোতল ছুঁড়ে ফেলবে। খাওয়া ও পানি পানের শুরুতে সে 'বিসমিল্লাহ' বলবে না।)

ফাহীম : (স্টেজে প্রবেশ করে একটি বিস্কুট ও কলা কিনবে। অতঃপর চেয়ারে বসে বিসমিল্লাহ বলে খেয়ে প্যাকেট ডাস্টবিনে ফেলবে। আর ফাহীমের কার্যকলাপ দেখবে। অতঃপর খাওয়ার শেষে সে আমীনের কলার চোঁচা ডাস্টবিনে ফেলবে এবং আমীনকে সালাম দিবে)।

ফাহীম : ভাই আমীন! খাওয়ার শুরুতে তুমি কি 'বিসমিল্লাহ' বললে?

আমীন : না বলিনি তো। আমি তো টাকা দিয়ে কলা কিনে খেয়েছি। এখানে আবার বিসমিল্লাহ বলার দরকার কি? কয়জনই বা এটা বলে।

ফাহীম : (চমকে উঠে) কি বললে? আমরা তো মুসলমান। খাবারের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' ও শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা সুন্নাত। 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করলে শয়তানের প্রভাব ও শরীক হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لاَ يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ 'অবশ্যই শয়তান (মুসলিমের) খাবার খেতে সক্ষম হয়; যদি খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' না বলা হয় *(মুসলিম হা/২০১৭)*। আর শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে ছওয়াবে মীযানের পাল্লা পরিপূর্ণ হয়ে যায় *(মুসলিম হা/২২৩)*।

আচ্ছা ভাই! তোমাকে তো বাম হাতে কলা খেতে ও পানি পান করতে দেখলাম।

আমীন : আরে ভাই তাতে সমস্যা কী? উভয় হাতই তো আল্লাহ্‌র দেয়া।

ফাহীম : না ভাই। কখনোই বাম হাতে খাওয়া উচিত নয়। এটা শয়তানী কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'অবশ্যই তোমাদের কেউ যেন বাম হাতে পানাহার না করে। কেননা শয়তান বাম হাতে খায় ও পান করে' *(মুসলিম হা/২০২০)*।

ভাই তুমি দাঁড়িয়ে এক নিঃশ্বাসে সব পানি পান করলে কেন?

আমীন : এতে আর সমস্যা কি?

ফাহীম : কোন পানীয় দাঁড়িয়ে পান করা উচিত নয়। বরং তিন নিঃশ্বাসে পান করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন দাঁড়িয়ে পান না করে। কেউ ভুলে গিয়ে পান করে থাকলে সে যেন তা বমি করে ফেলে' *(মুসলিম হা/২০২৬)*। আর দাঁড়িয়ে খাওয়া তো আরও খারাপ অভ্যাস এবং নিন্দনীয়।

আমীন : 'সুবহানাল্লাহ'! তোমার কাছ থেকে পানাহারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ

আদব শিখলাম। আমি বাস্তব জীবনে এগুলো আমল করব ইনশাআল্লাহ। তুমি এগুলো কোথা থেকে শিখলে?

ফাহীম : আমি সোনামণি সংগঠনের সাপ্তাহিক বৈঠকে বসে এগুলো শিখেছি।

আমীন : সোনামণি কী?

ফাহীম : সোনামণি একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১৯৯৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার এ সংগঠন প্রতিষ্ঠান করেন। এর রয়েছে **৫টি নীতিবাক্য।**

যথা :

(ক) সকল অবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করি।

(খ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি।

(গ) নিজেকে সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তুলি।

(ঘ) ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করি।

(ঙ) আদর্শ পরিবার গড়ি এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করি।

আরো রয়েছে ১০টি গুণাবলী।

যথা :

১. জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

২. পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

৩. ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান করা। সদা সত্য কথা বলা। সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

৪. মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

৫. নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করা এবং দৈনিক কিছু সময় কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করা।

৬. সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা।

৭. বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

৮. আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

৯. সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা করা এবং যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করা।

১০. দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করা।

আমীন : তোমাকে ধন্যবাদ ফাহীম।

ফাহীম : তোমাকেও ধন্যবাদ।

এসো দো'আ শিখি

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক।

মুমিন বান্দার ক্ষমার জন্য আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের দো'আ :

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ- رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ نِالَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

উচ্চারণ : *রাব্বানা ওয়াসি'তা কুল্লা শাইয়ির রাহ্মাতাওঁ ওয়া 'ইল্মান্ ফাগফির লিল্লাযীনা তা-বূ ওয়াত্তাবা'উ সাবীলাকা ওয়াক্বিহিম্ 'আযা-বাল্ জাহীম। রাব্বানা ওয়া আদখিল্হুম জান্না-তি 'আদনিনিল্লাতী ওয়া'আত্তাহুম ওয়া মান ছালাহা মিন আ-বা-ইহিম ওয়া আঝওয়াজিহিম ওয়া যুররিইয়্যা-তিহিম্, ইন্নাকা আনতাল 'আঝীঝুল্ হাকীম্।*

অর্থ : 'হে আমাদের পালনকর্তা! তোমার রহমত ও জ্ঞান সব কিছুতে পরিব্যাপ্ত। অতএব যারা তওবা করে এবং তোমার পথে চলে তাদের ক্ষমা করো এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। হে আমাদের পালনকর্তা! আর তাদেরকে দাখিল করো চিরকাল বসবাসের জান্নাতে, যার ওয়াদা তুমি তাদেরকে দিয়েছ। আর তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়' *(মুমিন ৭-৮)*।

যানবাহনে বসে পাঠ করার দো'আ *(রাসূলুল্লাহ ছাঃ-এর দো'আ)* **:**

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَلَنَا هَـذَا وَمَا كُنَّـالَهُ مُقْرِنِيْنَ- وَإِنَّآ إِلَى رِبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ-

উচ্চারণ : *সুবহা-নাল্লাযী সাখখারা লানা হা-যা ওয়া মা কুন্না লাহূ মুক্বরিনীন। ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুন্ক্বালিবূন।*

অর্থ : 'পবিত্র সত্তা তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। আমরা বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাবো' *(যুখরুফ ১৩-১৪)*।

আমল : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সওয়ারীতে বসার সময় এই দো'আ পাঠ করতেন। উক্ত দো'আ পশু ও যান্ত্রিক যানবাহনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মুমিনের উচিত সফরের সময় পরকালীন কঠিন সফরের কথা স্মরণ করা, যা অবশ্যই সংঘটিত হবে।

নৌকা ও জাহায ইত্যাদি জলযানে আরোহণের দো'আ (নূহ আঃ-এর দো'আ) **:**

بِسْمِ اللهِ مَجْرِهَـــا وَمُرْسَـــهَا، إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌرَّحِيْمٌ-

উচ্চারণ : *বিস্মিল্লা-হি মাজরে-হা ওয়া মুরসা-হা ইন্না রাব্বী লাগাফূরুর রাহীম।*

অর্থ : 'আল্লাহ্র নামেই এর গতি ও স্থিতি, আমার পালনকর্তা অতি ক্ষমাপরায়ণ মেহেরবান' *(হূদ ৪১)*।

উৎস : নূহ (আঃ)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, বেঈমান কাফির বাদ দিয়ে আপনার পরিবারবর্গ ও ঈমানদারদের নৌকায় তুলে নিন। নূহ (আঃ) তাই করলেন। তখন বন্যা এসে গেল তিনি উক্ত দো'আ পাঠ করে জাহাজ ছাড়লেন। আমরাও জলযানে আরোহণ করলে উক্ত দো'আ পাঠ করতে পারি।

সন্তানাদি, পিতা-মাতা ও নিজে আল্লাহ্র নে'মতের শুকরিয়া আদায় করা ও সৎ কর্মপরায়ণ হওয়ার জন্য দো'আ :

رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ، إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

উচ্চারণ : *রাব্বি আওযি'নী আন্ আশ্কুরা নি'মাতিকাল্লাতী আন'আম্তা 'আলাইয়্যা ওয়া 'আলা ওয়া-লিদাইয়্যা ওয়া আন আ'মালা ছা-লিহান্ তারযা-হু ওয়া আছলিহ্লী ফী যুররিইয়্যাতী, ইন্নী তুব্তু ইলাইকা ওয়া ইন্নী মিনাল মুসলিমীন।*

অর্থ : 'হে আমার প্রভু! আমাকে শক্তি দাও যাতে আমি তোমার নে'মতের শোকর আদায় করি। যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পসন্দনীয় সৎকর্ম করি। আমার পিতা-মাতাকে সৎকর্ম পরায়ণ করো, আর সন্তানদেরকেও সৎকর্মপরায়ণ করো। আমি তোমার প্রতি তওবা করলাম। আমি তোমার একান্ত একজন আজ্ঞাবহ' *(আল আহক্বা-ফ ১৫)*।

জ্ঞান, ইলম ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্য **দো'আ :**

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا *(রাব্বি ঝিদনী 'ইল্মা)*

অর্থ : 'হে প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও' *(ত্বোয়াহা ১১৪)*।

হিংসা-বিদ্বেষ দূর করার দো'আ :

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلاَتَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَآإِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ-

উচ্চারণ : রাব্বানাগ্ফির লানা ওয়া লিইখ্ওয়া- নিনাল্লাযীনা সাবাক্বুনা বিল ঈমা-নি ওয়ালা তাজ'আল ফী ক্বুলূবিনা গিল্লাল লিল্লাযীনা আ-মানূ রাব্বানা ইন্নাকা রাঊফুর রাহীম।

অর্থ : 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে ও আমাদের আগে যারা ঈমান এনেছে তাদের ক্ষমা কর, ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে প্রভু! নিশ্চয়ই তুমি দয়ালু পরম করুণাময়' *(হাশর ১০)*।

আমল : আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা উক্ত দো'আর মাধ্যমে সকল মুসলমানকে ছাহাবায়ে কেরামের জন্য ইস্তেগফার ও দো'আ করার আদেশ দিয়েছেন।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রণীত 'ছহীহ কিতাবুদ্ দো'আ' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃ. ২৬-২৮)।

গল্পে জাগে প্রতিভা

সততার পরীক্ষা

রবীউল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

একদিন সাঈদ একটি বাসে পথ চলছে। গাড়িতে ড্রাইভার ও হেলপার আছে। কিন্তু ভাড়া তোলার জন্য কেউ নাই। যাত্রীরা নিজ গন্তব্যে পৌঁছলে ডাইভারকে ভাড়া দিয়ে নেমে যাচ্ছে। এতে ড্রাইভারের অসুবিধা হচ্ছে। আর যাত্রীদেরও সময় নষ্ট হচ্ছে। সাঈদ ড্রাইভারের পিছন সিটে বসে আছে। সে আরও এক ঘণ্টা পর তার গন্তব্যে পৌঁছবে। সাঈদ ড্রাইভারের কাছে গিয়ে বলল, ড্রাইভার ছাহেব এভাবে বাস দাঁড় করে ভাড়া নিলে সময় তো অনেক লেগে যাবে? তার চেয়ে বরং ভাড়া তোলার জন্য আমাকে দায়িত্ব দিন। ড্রাইভার বললেন, তোমার ভাড়া দিয়ে সিটে বস। নামার পরে কথা হবে। সাঈদ ভাড়ার জন্য ১০০ টাকার একটি নোট দিল। সে সেখান থেকে ২০ টাকা ফেরত পাবে। কিন্তু ডাইভার তাকে ৪২০ টাকা ফেরত দিলেন। ভুল বশত নয় বরং ইচ্ছা করে। তাকে পরীক্ষা করার জন্য। সাঈদ অতিরিক্ত টাকা পেয়ে মহা খুশি। সিটে বসে ভাবছে, দিলাম ১০০ আর পেয়ে গেলাম ৪২০! ভালই হল। এদিকে বাস গন্তব্যে পৌঁছলে সকল যাত্রী গাড়ি থেকে নেমে গেল। সাঈদ ড্রাইভারকে বলল, জনাব, এবার বলুন। ড্রাইভার বললেন, আমার একজন সৎ লোকের প্রয়োজন। যে সততা বজয় রেখে আমানতের সাথে এ দায়িত্ব পালন করবে। সাঈদ বলল, আমি এ দায়িত্ব সততার সাথে পালন করব। ড্রাইভার বললেন, তুমি পারবে না। তুমি সামান্য ৪০০ টাকার লোভ শামলাতে পারলে না। তাহলে কিভাবে হাযার হাযার টাকার লোভ শামলাবে?

শিক্ষা :

১. *অসৎ মানুষ এভাবেই ধরা পড়ে যায়।*
২. *অর্থ এমন এক লোভনীয় বস্তু, যার লোভ মানুষ সহজে শামলাতে পারে না।*

⇨ আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের মৃত্যুপথযাত্রীকে কালেমা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'-এর তালক্বীন দিবে (অর্থাৎ তার কানের কাছে আস্তে আস্তে লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ পাঠ করতে থাকবে)' *(মুসলিম হা/৯১৭; মিশকাত হা/১৬১৬)*।

ক বি তা গু চ্ছ

জ্বালব আমি আলো

ফিরোজা খাতুন, ৮ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

হতে চাই আমি
ফুটন্ত গোলাপ ফুল,
দূর করতে মানুষের মাঝের
যত সব ভুল।
ফুল যেমন সুবাস ছড়ায়
সকলের মাঝে,
আমিও তেমন জ্ঞান ছড়াব
সকাল-বিকাল-সাঁঝে।
গোলাপকে তো সকলেই
বাসে অনেক ভাল,
শিক্ষা নামক প্রদীপ থেকে
জ্বালব আমি আলো।

উপকার

আব্দুল মালেক
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

ফলবান বৃক্ষ ফল নাহি খাই,
স্বর্ণ অলঙ্কার হয়ে সুন্দর দেখায়।
দুগ্ধ দেয় গাভি করেনাকো পান,
কাষ্ঠ ইন্ধন হয়ে করে অন্ন দান।
কোকিল শুনায় মন মাতানো গান,
নদী হয়ে নিজে, করে না জল পান
হাঁস মুরগি ডিম দেয় নিজে নাহি খায়,
তালা চাবি হয়ে তারা পরের মাল পাহারা দেয়।
যানবাহন চড়েনা নিজে তার বক্ষে,
বিরাট প্রাসাদ করেনা আরাম নিজ কক্ষে।
ইটগুলো সারি সারি হয়ে হয় পাকা বাড়ী,
অগণিত সিমেন্ট বালি ঢুকে তাড়াতাড়ি
কাঁচা ইট পুড়ে পুড়ে ইট পাকা হয়,
ইট আরো বেশী পুড়ে পিক হয়ে রয়।
গোলাপ-চামেলি-বেশী করে ঘ্রাণ দান,
পশু-পাখি গোশত হয়ে কত দেয় প্রাণ।
অন্ধকার রাত্রে চন্দ্র দেয় আলো,
মোমবাতি প্রাণ দেয় আলো তুমি জ্বালো।

যুলুমকারী

মুস্তাক্বীমা, দাওর ১ম বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মহান তুমি, জ্ঞানী তুমি, শ্রেষ্ঠ সবার মাঝে
বুক ফুলিয়ে হাঁটছ তুমি এই দুনিয়ার মাঠে।
যুলুম তুমি করছ রোজ সবার দ্বারে দ্বারে,
মাযলুমরা সব বেঁচে আছে তোমার ব্যাথা সয়ে।
স্বার্থের পিছে ছুটছো তুমি দেখছনা পাশে চেয়ে,
এমন ব্যাধি ধরেছে তোমায় ভাবছ না কেন নিজে?
যারা তোমার তারীফ করে দিনরাত ভর,
তারাই তোমার পেছনে দেখ করছে বিরুদ্ধাচার
মরবে যেদিন, বুঝবে সেদিন, কবরের মাঝে
মাযলুমরা সব বিচার দিবে হাশরের ময়দানে
কি জবাব দিবে তুমি শেষ বিচারের দিনে?
যারা তোমার পাশে আছে দুনিয়ার মাঝে
তাদের তুমি পাবেনা খুঁজে তোমার আশে পাশে।
হতাশ হয়ে সেদিন তুমি মুক্তির উপায় খুঁজবে,
জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য অর্তনাদ করবে।
শোন সোনামণি
ছোট্ট যুলুম থেকেও সদা বেঁচে থাকবে তুমি।
সবাই যখন ফিরবে সেদিন ছওয়াব শূন্য হয়ে,
জান্নাতকে পাবে তুমি সবার মাঝে থেকে।

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

বিজ্ঞান

মাহফূযুর রহমান, ৮ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

⇨ সুষম খাদ্যের উপাদান কতটি?

উত্তর : ৬টি।

⇨ কোন খাদ্যে আমিষের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী থাকে?

উত্তর : শুটকী মাছে।

⇨ হাড় ও দাঁতকে মযবূত করে কোন পদার্থ?

উত্তর : ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস।

⇨ প্রোটিন বেশী থাকে কোন খাদ্যে?

উত্তর : মসুর ডালে।

⇨ টমেটোতে কোন এসিড পাওয়া যায়?

উত্তর : ম্যালিক এসিড।

⇨ তাপে নষ্ট হয় কোন ভিটামিন?

উত্তর : ভিটামিন সি।

⇨ গলগণ্ড রোগ হয় কিসের অভাবে?

উত্তর : আয়োডিনের অভাবে।

⇨ মানবদেহ গঠনে কোনটির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী?

উত্তর : আমিষের।

⇨ আয়োডিন বেশী থাকে কোন খাদ্যে?

উত্তর : সামুদ্রিক মাছে।

⇨ মুখে ও জিহ্বায় ঘা হয় কোন ভিটামিনের অভাবে?

উত্তর : ভিটামিন বি$_2$ এর অভাবে।

রহস্যময় পৃথিবী

প্রাচীন বিস্ময়কর মানব সভ্যতা

মুয্যাম্মিল হক, ছানাবিয়া ১ম বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রজাশাহী।

৭. পারসিয়ান সভ্যতা

একটা সময় ছিল যখন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্য ছিলো পারসিয়ানদের। শুধুমাত্র ২০০ বছরের শাসনে তারা ২০০ মিলিয়ন বর্গ মিটার অঞ্চল দখলে এনেছিলো। মিসর-গ্রিসের উত্তরাঞ্চল থেকে শুরু করে ভারতের পুবের অঞ্চল তাদের দখলে ছিল। পারসিয়ান সম্রাট দক্ষ রাজ্য পরিচালনা এবং সামরিক শক্তির জন্যে সুপরিচিত ছিলেন।

কিন্তু ২০০ বছরে ২ মিলিয়ন বর্গমিটার অঞ্চলের মালিক হওয়ার আগে ৫৫০ খ্রি. পূর্বের দিকে পারিসিয়ানরা (তৎকালীন সময়ে পারসি নামে পরিচিত) আলাদা আলাদা অঞ্চলে আলাদা আলাদা শাসকের শাসনে বাস করতো। কিন্তু পরবর্তীতে রাজা সাইরাস দ্বিতীয়, যিনি পরবর্তীতে সাইরাস দি গ্রেট নামে পরিচিত হোন তিনি ক্ষমতায় আসার পর সমস্ত পারসিয়ান শহরগুলোকে একত্রিত

করে পারসিয়ান সাম্রাজ্য গঠন করেন এবং প্রাচীন ব্যবিলনকে জয় করতে অভিযানে নামেন। তিনি এতো বেশী রাজ্য জয় করেন যে ৫৩৩ খ্রি. পূর্বের শেষের দিকে ভারতের পুবের অঞ্চলগুলো তার দখলে আসে।

পরবর্তীতে সাইরাস মারা যাওয়ার পরেও তার বংশধরেরা তাদের জয় বজায় রাখে। ক্ষমতার শীর্ষে এসে পারসিয়ানরা মধ্য এশিয়া, ইউরোপ এবং মিসরের কিছু অংশে সাম্রাজ্য বিস্তার করে। কিন্তু সবকিছু বদলে যায় যখন ঐতিহাসিক যোদ্ধা আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট এর কাছে পারসিয়ানরা পরাজিত হয় এবং ৫৩০ খ্রিষ্টাব্দে পারসিয়ানদের পতন ঘটে।

৮. রোমান সভ্যতা

রোমান সভ্যতা প্রায় ৬ষ্ঠ শতাব্দী সময়কার। এই সভ্যতার ভিত্তির পিছনের যে ইতিহাস তার সাথে জড়িয়ে রয়েছে অনেক উপকথা আর কাহিনী। যার বেশীরভাগই পৌরাণিক উপকথা। তবে ক্ষমতার শীর্ষে এসে রোম পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী ভূখণ্ডে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল, বর্তমানে মেডিটেরিয়ান সাগর এবং এর আশেপাশে দেশগুলো রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শুরুর দিকে রোমে রাজতন্ত্র দিয়ে রাজ্য পরিচালনা করা হতো। রোম জুলিয়াস সিজার, ট্রাজান ও অগাস্টাস এর মতো পৃথিবীর ইতিহাসের সেরা নায়কদের উত্থান ও পতন দেখেছে। কিন্তু সময়ের সাথে রাজ্যের পরিধি বেড়ে যাওয়ায় শুধুমাত্র একটি নিয়মে রাজ্য পরিচালনা করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ছয় প্রজন্ম রাজতন্ত্রের পর রোমানরা তাই রাজ্য পরিচালনার ভার নিজেদের হাতে তুলে নেয়। তারা তখন 'সিনেট' নামের একটি কাউন্সিল গঠন করে এবং এই সিনেট রাজ্য পরিচালনা করতো। এর থেকে প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টি হয়। পূর্ব-দক্ষিণ ইউরোপের বর্বরদের হাতে পরাক্রমশালী রোমান সাম্রাজ্যের করুণ পতন ঘটে।

৯. অ্যাজটেক সভ্যতা

ইনকারা উত্তর আমেরিকায় যখন সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্য হিসাবে পরিচিত হয় ঠিক তখনি অ্যাজটেকদের আগমন ঘটে। ১২০০-১৩০০ খ্রিষ্টপূর্বে, বর্তমানের মেক্সিকোতে তারা তিনটি বৃহৎ গোষ্ঠিতে ভাগ হয়ে তিনটি আলদা শহরে বসবাস করত টেনোচটিটলান টেক্সোকো টিলাকোপোন ১৩২৫ খ্রি. পূর্বের দিকে এই তিনটি শহরকে একত্রিত করে মেক্সিকো উপত্যকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মেক্সিকো এবং মধ্য আমেরিকার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতা মায়া সভ্যতার যে শতাব্দীতে পতন ঘটে সেই

শতাব্দীতে অ্যাজটেকদের উত্থান ঘটে। টেনোকচিটলান শহর ছিলো তাদের প্রধান সামরিক ঘাঁটি, যেটি তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলো। কিন্তু অ্যাজটেকদের সম্রাট সাম্রাজ্যের সব কয়টি শহরকে সরাসরি শাসন করতো না, এর জন্যে আলাদা আলাদা স্থানীয় সরকার নিযুক্ত করা থাকতো যদিওবা এর বিনিময়ে সেইসব সরকারদের রাজার কাছে উচ্চ কর দিতে হতো।

১৫০০ শতাব্দীরর দিকে অ্যাজটেকরা তাদের ক্ষমতার শীর্ষে উঠে। কিন্তু এরপরেই তাদের সাম্রাজ্য দখল করে নেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে স্পেনীয়দের আগমন ঘটে। ১৫২১ শতাব্দীতে বিখ্যাত হারমান করটেস (Harman Cortes) এর নেতৃত্বে স্পেনীয়রা অ্যাজটেকদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং এই যুদ্ধে পরাজয় এককালের শক্তিশালী ক্ষমতাবান অ্যাজটেকদের পতন নিয়ে আসে।

১০. ইনকা সভ্যতা

প্রি কলম্বাস যুগে দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যটি ছিল ইনকাদের। বর্তমানের ইকুয়েডর, পেরু, চিলি তাদের সাম্রাজ্যের অংশ ছিল এবং তাদের প্রধান সামরিক ঘাঁটি, প্রশাসন ও রাজনীতির কেন্দ্র যেই কাস্ক শহরে তা বর্তমানে পেরুতে অবস্থিত। ইনকাদের সমাজ বেশ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং শুরু থেকেই তাদের সাম্রাজ্যের বেশ প্রসার ঘটেছিল। ইনকারা সূর্য দেবতা ইতির পূজারী ছিলো। তাদের সম্রাটকে 'সাপা ইনকা' বা 'সূর্য পুত্র' উপাধি দেওয়া হতো। ইনকাদের প্রথম সম্রাট পাচাচুটি ছোট্ট একটি গ্রামকে পুমার আদলে বিশাল এক সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত করে। তিনিই প্রথম পূর্বপুরুষদের পূজা করার প্রথা চালু করেন।

যখন রাজা মারা যেত তার পুত্র সিংহাসনে বসত। কিন্তু রাজার সকল সম্পত্তি তার আত্মীয়স্বজনদের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হত। যারা এর বিনিময়ে রাজার মৃতদেহের মমি করতো এবং রাজার রেখে যাওয়া নীতিগুলো রক্ষা করতো। এই রীতি ইনকাদের অনেক উন্নতি সাধন করে। ক্রমেই ইনকারা পৃথিবীতে স্থাপত্য শিল্পের জন্য সুনাম অর্জন করে যার প্রমাণ হিসাবে আমরা এখনো মাচুপিচু এবং কাস্কো শহরের নির্দশন দেখতে পাই।

আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যিনি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু' (হুজুরাত ৪৯/১৩)।

দেশপরিচিতি

সংযুক্ত আরব আমিরাত

দেশটি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত

সাংবিধানিক নাম : ইউনাইটেড আরব এমিরেটস।

রাজধানী : আবুধাবি।

আয়তন : ৮২,৬০০ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যা : ৯৩ লক্ষ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার : ১.৮%।

ভাষা : আরবী।

মুদ্রা : দিরহাম।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় : মুসলিম (৭৬.২%)।

স্বাক্ষরতার হার (১৫+) : ৯০%।

মাথাপিছু আয় : ৬৮,৪৪২ মার্কিন ডলার।

গড় আয়ু : ৭৭.১ বছর।

সরকার পদ্ধতি : সাংবিধানিক রাজতন্ত্র।

স্বাধীনতা লাভ : ২রা ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল।

জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ : ৯ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল।

বুর্জ খলীফা বর্তমানে পৃথিবীর উচ্চতম ভবন যা ৪ঠা জানুয়ারী ২০১০ সালে উদ্বোধন করা হয়েছে। এটি আরব আমিরাতের দুবাই শহরে অবস্থিত ১৬৩ তলা ভবন। এটির উচ্চতা ২৭১৭ ফুট।

যেলাপরিচিতি

কুষ্টিয়া

যেলাটি খুলনা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত

প্রতিষ্ঠা : ১৯৪৭ সাল।

সীমা : কুষ্টিয়া যেলার উত্তরে রজাশাহী, নাটোর এবং পাবনা ও পদ্মা নদী; দক্ষিণে ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা; পূর্বে রাজবাড়ী এবং পশ্চিমে মেহেরপুর ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও নদীয়া যেলা অবস্থিত।

আয়তন : ১,৬২১.১৫ বর্গ কিলোমিটার।

উপযেলা : ৬টি। কুষ্টিয়া সদর, কুমারখালী, দৌলতপুর, মিরপুর, ভেড়ামারা, মিরপুর ও খোকসা।

পৌরসভা : ৫টি। কুষ্টিয়া, কুমারখালী, মিরপুর, ভেড়ামারা ও খোকসা।

ইউনিয়ন : ৭১টি।

গ্রাম : ৯৭৮টি।

উল্লেখযোগ্য নদী : পদ্মা, গড়াই, মাথাভাঙ্গা, কালীগঙ্গা ও কুমার প্রভৃতি।

উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান : লালন শাহের মাজার, রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ী (শিলাইদহ), নীলকুঠি জমিদার বাড়ী, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র (ভেড়ামারা), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব : কাঙাল হরিনাথ মজুমদার, ড. কাজী মোতাহার হোসাইন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (ইতিহাসবিদ), ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম, সৈয়দ শাহ আযীযুর রহমান (বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী) মীর মশাররফ হোসাইন প্রমুখ।

সংগঠন পরিক্রমা

সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০১৯

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৮ই নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে 'সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০১৯' অনুষ্ঠিত হয়। 'সোনামণি' সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী যেলা শিক্ষা অফিসার মোহাঃ নাসির উদ্দীন। সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্রের উপ-প্রধান চিকিৎসক (অব.) ডা. মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন ও মদীনাতুল উলূম কামিল মাদরাসা, রাজশাহীর অধ্যক্ষ মাওলানা মোকাদ্দাসুল ইসলাম। অতিথিগণ স্ব স্ব ভাষণে সম্মেলনকে স্বাগত জানান ও সোনামণি বালক-বালিকাদের রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে গড়ে তোলার এই সুন্দর প্রচেষ্টার জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

সভাপতির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, পৃথিবীতে মানুষ গড়ে উঠে স্ব স্ব বিশ্বাসের আলোকে। মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। অতএব তার সমস্ত কাজ হবে আল্লাহ্র দাসত্বের অধীনে তাঁকে রাযী-খুশী করার জন্য। ছোট্ট সোনামণিদেরকে শিশুকাল থেকে উক্ত লক্ষ্যে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের 'সোনামণি' সংগঠন শিশু-কিশোরদের আক্বীদা সংশোধন করে তাদেরকে প্রকৃত মানুষ বানানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এ সংগঠন শিশু-কিশোরদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে সার্বিক জীবন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করছে। এর বিপরীতে বস্তুবাদী, পীরবাদী ও ছূফীবাদীরা তাদের আক্বীদা নষ্ট করছে এবং তাদেরকে মানুষের গোলাম বানাচ্ছে। ফলে ঐসব নষ্ট আক্বীদায় গড়ে উঠা শিশু-কিশোররা পরীক্ষায় ফেল করলে আত্মহত্যা করলেও আহলেহাদীছ আক্বীদায় বিশ্বাসী কোন সোনামণি আত্মহত্যা করবে না বা আত্মগ্লানিতে ভুগবে না। কারণ তাক্বদীরে বিশ্বাসী হওয়ার ফলে সে নতুন উদ্যমে প্রস্তুতি নিবে। এভাবে আমরা সোনামণিদেরকে আগামী দিনের আদর্শ মানুষ বানাতে চাই। যাতে তারা দুনিয়ায় তাক্বদীরে বিশ্বাসী সুখী মানুষ ও জান্নাতে স্বর্ণ-কঙ্কণের অধিকারী হতে পারে। সবশেষে তিনি অতিথিবৃন্দ, 'আন্দোলন',

'যুবসংঘ', 'সোনামণি' ও আল-'আওনের সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল, অভিভাবক ও সোনামণিদের ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। অতঃপর তিনি ২০১৯-২০২১ সেশনের জন্য 'সোনামণি' ৭ সদস্যের কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের নাম ঘোষণা করেন ও তাদের পরিচয় করিয়ে দেন। একইসাথে তিনি ৫ সদস্যের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের নামও ঘোষণা করেন।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী, 'সোনামণি'র পৃষ্ঠপোষক ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক খায়রুল ইসলাম, জয়পুরহাট যেলা পরিচালক ফিরোয আহমাদ প্রমুখ। সম্মেলনে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ', 'সোনামণি' ও আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় ও যেলা দায়িত্বশীলগণ এবং ১৩টি যেলার বিপুল সংখ্যক সোনামণি অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ রিফাত ও জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল্লাহ আল-ফাহাদ। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। সম্মেলনে 'আদব বা শিষ্টাচার' বিষয়ে মনোজ্ঞ 'সংলাপ' পরিবেশন করা হয়। অতঃপর 'কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৯'-এ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সভাপতি ও অতিথিবৃন্দ। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় ১৩০ জন বালক ও ১১০জন বালিকা সহ মোট ২৪০ জন সোনামণি অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৩৯ জন বিজয়ীকে বিশেষ পুরস্কার ও অন্যদের উৎসাহ পুরস্কার দেওয়া হয়। নিম্নে প্রতিযোগিতার বিষয় ও বিজয়ীদের নাম উল্লেখ করা হল :

১. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ

বালক গ্রুপ : ১ম : ফখরুল ইসলাম (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), **২য় :** আব্দুল্লাহ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), **৩য় :** কাওছার (বগুড়া)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : আয়েশা ছিদ্দীকা (পাবনা), **২য় :** সা'দিয়া ছিদ্দীকা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), **৩য় :** সোনিয়া আখতার (বগুড়া)।

২. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ (সূরা ছফফাত ১০০-১১১ আয়াত এবং ১০টি হাদীছ)

বালক গ্রুপ : ১ম : আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির (বগুড়া), **২য় :** মুহাম্মাদ রিফাত (কুমিল্লা), **৩য় :** মুহাম্মাদ সুমন (বগুড়া)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : মুনীরা খাতুন (বগুড়া), **২য় :** সাঈদা খাতুন (বগুড়া), **৩য় :** সুমাইয়া (কুমিল্লা)

৩. ছালাতের সংক্ষিপ্ত নিয়ম

বালক গ্রুপ : ১ম : নূরুয্যামান (বগুড়া), **২য় :** আরীফুয্যামান (সাতক্ষীরা), **৩য় :** শরীফুল ইসলাম (কুমিল্লা)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : আয়েশা ছিদ্দীকা (দিনাজপুর), **২য় :** আফরীতা সুলতানা (সাতক্ষীরা), **৩য় :** যোহুরা খাতুন (নওগাঁ)।

৪. সাধারণ জ্ঞান

বালক গ্রুপ : ১ম : মোছাদ্দেক হোসাইন (দিনাজপুর), **২য় :** নিয়ায মাহমূদ (নাটোর), **৩য় :** রেযাউল হক (দিনাজপুর)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : মারিয়া খাতুন (সিরাজগঞ্জ), **২য় :** উম্মে যাকিয়া (বগুড়া), **৩য় :** মেঘলা খাতুন (সিরাজগঞ্জ)।

৫. জাগরণী

বালক গ্রুপ : ১ম : রূহুল আমীন (রাজশাহী), **২য় :** আব্দুল্লাহ আল-ফাহাদ (কুমিল্লা), **৩য় :** আব্দুর রহমান (সাতক্ষীরা)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : আসমা (বগুড়া), **২য় :** খাদীজা (কুষ্টিয়া), **৩য় :** ইসরাত জাহান (বগুড়া)।

৬. আযান

বালক গ্রুপ : ১ম : নো'মান (কুমিল্লা), **২য় :** আব্দুল্লাহ আল-ফাহাদ (কুমিল্লা), **৩য় :** রূহুল আমীন (রাজশাহী)

৬. হস্তাক্ষর (আরবী, বাংলা ও ইংরেজী)

বালক গ্রুপ : ১ম : নিয়ায মাহমূদ (নাটোর), **২য় :** মা'রূফ (বগুড়া), **৩য় :** আব্দুল মুন'ইম (সাতক্ষীরা)

বালিকা গ্রুপ : ১ম : সাবরিনা আফরীন (বাগেরহাট), **২য় :** তাসনীম খাতুন (সাতক্ষীরা), **৩য় :** আফীফা খাতুন (সাতক্ষীরা)।

৭. রচনা প্রতিযোগিতা (পরিচালকদের জন্য) : বিষয়- 'আদর্শ পরিবার গড়ি এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করি'।

১ম : আব্দুল হাসীব (সহ-পরিচালক, মারকায এলাকা, রাজশাহী), **২য় :** মুহাম্মাদ নো'মান (স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, হাসনাহেনা শাখা, মারকায, রাজশাহী), **৩য় :** মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক (পরিচালক, সূর্যমুখী শাখা, মারকায, রাজাশাহী)।

ব্রজনাথপুর, পাবনা ১৪ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন ব্রজনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বেলাল হোসাইন ও রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক খালেদ হাসান। অনুষ্ঠান শেষে রফীকুল ইসলামকে পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

মুসলিমপাড়া, রংপুর ১৪ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন মুসলিমপাড়া শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রংপুর যেলার উদ্যোগে সোনামণি যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি প্রফেসর মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন' 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীলবৃন্দ। অনুষ্ঠান শেষে লুৎফর রহমানকে পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

২০১৯-২০২১ সেশনের সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের তালিকা

ক্রম	নাম	দায়িত্ব	যেলা	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১.	মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম	পরিচালক	রাজশাহী	এম.এ
২.	রবীউল ইসলাম	সহ-পরিচালক-১	নওগাঁ	এম.এ (অধ্যয়নরত)
৩.	আবু হানীফ	সহ-পরিচালক-২	নওগাঁ	কামিল ১ম বর্ষে অধ্যয়নরত
৪.	মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম	সহ-পরিচালক-৩	রাজশাহী	বি.এ (অনার্স) ১ম বর্ষে অধ্যয়নরত
৫.	মুহাম্মাদ মুসলিমুদ্দীন	সহ-পরিচালক-৪	সিরাজগঞ্জ	কামিল ১ম বর্ষে অধ্যয়নরত
৬.	মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন	সহ-পরিচালক-৫	রংপুর	বি.এ (অনার্স) ২য় বর্ষে অধ্যয়নরত
৭.	আবু তাহের	সহ-পরিচালক-৬	সাতক্ষীরা	আলিম ১ম বর্ষে অধ্যয়নরত

প্রাথমিক চিকিৎসা

শীতে শিশুর বাড়তি যত্ন

ডা. মুহাম্মাদ আতিয়ার রহমান
সহকারী অধ্যাপক ও শিশু বিশেষজ্ঞ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

শীতে শিশুর যত্ন

শীত শুরু হয়েছে। আর শীতে শিশুরা একটু বেশীই অসুস্থ হয়ে পড়ে। তবে দুশ্চিন্তা না করে এ সময়টাতে শিশুদের বিশেষ পরিচর্যা নিলে শীতেও আপনার সোনামণি থাকবে সুস্থ। শীতের সময়টা শিশুর বিশেষ যত্ন সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু স্বাস্থ্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. মুহাম্মাদ আতিয়ার রহমান বলেন, শীতে শিশুরা সর্দি, কাশি, গলাব্যথা, জ্বর, নিউমোনিয়ায় বেশী আক্রান্ত হয়। শীতে আবহাওয়া শুষ্ক ও ধুলাবালি থাকার কারণেই মূলত শিশুরা এসব রোগে আক্রান্ত হয়। তাই এ সময়টা অভিভাবকদের কিছুটা সচেতন থাকতে হবে।

সচেতনতা

শিশুদের ঠাণ্ডা বাতাস এবং ধুলাবালি থেকে দূরে রাখতে হবে। যেহেতু শীতে এ রোগগুলো সংক্রামিত হয় তাই যতটা সম্ভব শিশুদের জনসমাগমপূর্ণ জায়গায় কম নেয়াই ভালো। শিশুদের গামছা, রুমাল, তোয়ালে প্রভৃতি আলাদা হওয়া উচিত এবং আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি-কাশির সময় শিশুদের দূরে রাখা উচিত। শিশুদের স্কুল, মাদরাসা অথবা বাইরে নিয়ে গেলে মুখে মাস্ক ব্যবহার করার অভ্যাস করাতে হবে। শিশুর এ ধরনের সমস্যায় আদা লেবু চা, গরম পানিতে গড়গড়া, মধু, তুলসি পাতার রস প্রভৃতি খাওয়ানো যেতে পারে। তবে সমস্যা বেশী হলে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

গরম পানি

শিশুদের হালকা কুসুম গরম পানি পান ও ব্যবহার করানো উচিত। সকালে ঘুম থেকে উঠার পর দাঁত ব্রাশ করা, হাত-মুখ ধোয়া, খাওয়াসহ শিশুদের নানা কাজে হালকা কুসুম গরম পানি ব্যবহার করলে এ সময় শিশুরা ঠাণ্ডাজনিত সমস্যা থেকে অনেকটাই মুক্ত থাকবে। শীতেও শিশুকে নিয়মিত গোসল করাতে হবে। তবে গোসলের সময় শরীরের কাছাকাছি তাপমাত্রার হালকা গরম পানি ব্যবহার করা ভালো। তবে নবজাতক কিংবা ঠাণ্ডার সমস্যা আছে এমন শিশুর ক্ষেত্রে গরম পানিতে কাপড় ভিজিয়ে পুরো শরীর মুছে দেয়া যেতে পারে। অনেকেই শিশুকে বেশী করে সরিষার তেল মাখিয়ে গোসল করিয়ে থাকেন। এতে গোসল শেষেও শিশুর চুল ভেজা থাকে এবং ঠাণ্ডা লাগে।

উষ্ণ পোশাক

শিশুদের অবশ্যই উলের পোশাক পরিয়ে রাখা উচিত। তবে চিকিৎসকের মতে শিশুদের সরাসরি উলের পোশাক পরানো ঠিক নয়। এতে উলের ক্ষুদ্র লোমে শিশুদের অ্যালার্জি হতে পারে। সুতি কাপড় পরিয়ে তার ওপর উলের পোশাক পরানো উচিত এবং পোশাকটি

যেন নরম কাপড়ের হয়। কারণ খসখসে বা শক্ত কাপড়ে শিশুদের নরম ত্বকে সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে হালকা শীতে শিশুদের গরম পোশাকটি খুব বেশী গরম কাপড়ের হওয়া উচিত নয়। কারণ খুব বেশী গরম কাপড় পরালে গরমে ঘেমে শিশুর ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। শিশুদের রাতে ঘুমানোর আগে হালকা ফুল হাতা গেঞ্জি পরিয়ে রাখুন এবং সকালে স্কুলে যাওয়া-আসার পথে ও বিকালের দিকটাতে হালকা শীতের পোশাক পরিয়ে রাখুন।

খাবার

শীতের সময়টা শিশুদের খাওয়ার প্রবণতা কমে যায়। ফলে তাদের শরীর খারাপ হয়ে যায়। তাদের ঘনঘন পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে হবে। শিশুদের ত্বকের মসৃণতা ও উজ্জ্বলতা বাড়াতে ডিমের কুসুম, সবজির স্যুপ এবং ফলের রস খাওয়ানো উচিত। বিশেষ করে গাজর, বিট, টমেটো শিশুদের ত্বকের জন্য বেশ উপকারী।

ত্বকের যত্ন

শিশুদের ত্বক বড়দের থেকে অনেক বেশী নরম। তাই তাদের ত্বক অনেক বেশী রুক্ষ হয়ে যায়। শিশুর মুখে এবং সারা শরীরে বেবি লোশন, বেবি অয়েল, গ্লিসারিন ইত্যাদি ব্যবহার করুন।

দেড় মাস থেকে ১ বছর বয়সী শিশুর যত্ন

১. শিশুকে প্রয়োজন অনুযায়ী উষ্ণ রাখুন। ঠাণ্ডা পরিবেশে রাখা যাবে না। স্যাঁতসেঁতে ঘরেও তাকে রাখা ঠিক হবে না।

২. বাচ্চাকে বুকের দুধ নিয়মিত খাওয়ান।

৩. ছয় মাসের বেশী হলে বাচ্চাকে বুকের দুধের পাশাপাশি অন্য খাবার দিন।

৫. হালকা গরম পানি দিয়ে ১ দিন অন্তর গোসল করান। গোসলের পর বেবি লোশন লাগাবেন। তেল-জাতীয় কিছু লাগাবেন না।

৬. বাচ্চাকে নরম কাপড়ের জুতা পরানোর অভ্যাস করুন। শোয়ানোর সময় মোজা পরিয়ে শোয়ান। তবে উলের মোজা পরানোর প্রয়োজন নেই।

১ থেকে ৬ বছর বয়সের শিশুর যত্ন

১. এই বয়সে শিশুরা অনেক খেলাধুলা ও দৌড়াদৌড়ি করে থাকে। তাই খুব বেশী গরম ও ভারী কাপড় পরার প্রয়োজন হয় না। তবে সকালে স্কুলে যাওয়ার সময় ও বিকেলে খেলতে যাওয়ার সময় পর্যন্ত উষ্ণতা নিশ্চিত করুন।

২. শীতকালীন শাকসবজি ও ফল- কমলা, বরই বেশী করে খেতে দিন।

৩. শিশুর লেপ, তোশক, কম্বল, চাদর ইত্যাদি রোদে দিতে হবে। রোদ থেকে তোলার পর তা ঝেড়ে ঘরে রাখতে হবে। আর ধুলাবালি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এসবের ওপর কাপড়ের কভার ব্যবহার করা সবচেয়ে ভাল।

সংগৃহীত : দৈনিক প্রথম আলো, ১২ই জানুয়ারী ২০১৮, অনলাইন সংস্করণ।

ভাষা শিক্ষা

যাতায়াত ও পরিবহণ

সুমাইয়া, দাওরা ২য় বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আরোহণ - رُكُوْبٌ - Riding (রাইডিং)

আরোহী - رَاكِبٌ - Rider (রাইডার)

গাড়ি - سَيَّارَةٌ - Car (কার)

চালক - سَائِقٌ - Driver (ড্রাইভার)

জাহায - سَفِيْنَةٌ - Ship (শিপ)

টিকিট - تَذْكِرَةٌ - Ticket (টিকিট)

নাবিক-مَلَّاحٌ-Navigator (ন্যাভিগেইটার)

নৌকা - زَوْرَقٌ - Boat (বোট)

পরিবহণ-نَقْلٌ - Transport (ট্র্যান্সপোর্ট)

পাইলট - طَيَّارٌ - Pilot (পাইলট)

পাসপোর্ট-جَوَازُ السَّفَرِ-Passport (পাসপ্যর্ট)

প্লাটফর্ম-رَصِيْفٌ - Platform (প্ল্যাটফ্যর্ম)

ফ্লাইট - رِحْلَةٌ - Flight (ফ্লাইট)

বাস - حَافِلَةٌ - Bus (বাস)

বিমান - طَائِرَةٌ - Aircaft (এয়ারক্রাফট)

বিমান বন্দর-مَطَارٌ - Airport (এয়ারপ্যর্ট)

ভাড়া - أُجْرَةٌ - fare (ফিয়ার)

ভিসা - تَأْشِيْرَةٌ - Visa (ভিসা)

ভ্রমণ - سَفَرٌ - Journey (জার্নি)

মাঝি - نُوْتِيٌّ - boatman (বোটম্যান)

ক্যুইজ

১. রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী অনুযায়ী কারা আমাদের দলভুক্ত নয়?
উঃ.....
.....
.....

২. 'তাওহীদে ইবাদত বা উলূহিয়াত' অর্থ কী?
উঃ.....
.....

৩. মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ কী কর্ম?
উঃ.....
.....

৪. জ্ঞান, ইলম ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্য কোন দো'আ পড়তে হয়?
উঃ.....

৫. কত বছর বয়সে সন্তানদেরকে ছালাতের নির্দেশ দিতে হবে?
উঃ.....

৬. সুষম খাদ্যের উপাদান কয়টি?
উঃ.....

৭. 'বুর্জ খলীফা' কত তলা এবং এটির উচ্চতা কত ফুট?
উঃ.....

৮. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকল শুভ কাজ কোন হাত দিয়ে করা পসন্দ করতেন?
উঃ.....

৯. দু'বছর পর যদি কোন বাচ্চা অন্য কোন মহিলার দুধ পান করে তাহলে ঐ বাচ্চা তার দুধ মা হিসাবে গণ্য হবে কী?
উঃ.....

১০. মৃত্যুপথযাত্রীকে কিসের তালক্বীন দিতে হবে?
উঃ.....

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ **কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী ২০২০।**

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

(১) রাফে' বিন খাদীজ ও সামুরা বিন জুনদুব (২) ইবাদতে রাত্রি জাগরণে (৩) সূরা ফাতিহাকে (৪) পাঁচটি (৫) অলস মস্তিষ্ক (৬) সূরা ফাতিহা (৭) ৫টি যথা : খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা (৮) মুমিন এক পেটে ও কাফের সাত পেটে খায় (৯) বই (১০) তাবূক যুদ্ধে।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

১ম স্থান : ফরহাদুল ইসলাম, ২য় শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

২য় স্থান : ফারহাদ হোসাইন, ২য় শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩য় স্থান : আব্দুল্লাহ, ৮ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম : .....
প্রতিষ্ঠান : .....
শ্রেণী : .....
ঠিকানা : .....
.....
মোবাইল : .....

সোনামণির ইচ্ছা

এক দুই তিন
আল্লাহ তাওফীক দিন।
চার পাঁচ ছয়
আল্লাহকে করব ভয়।
সাত আট নয়
জ্ঞানার্জনে জয়।
একে শূন্য দশ
সত্য পথে যশ।
এগারো বারো তের
লেখ আর পড়।
চৌদ্দ পনের ষোল
সোনামণিতে চল।
সতের আঠারো ঊনিশ
বন্ধুদের সালাম দিস।
দুই-এ শূন্য বিশ
দেখবো নাকো ডিশ।

জীবন গড়ার শপথ নাও
সোনামণিতে যোগ দাও